

لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ لَا يَسْئُونَ
 (سورہ حم سجدہ رکوع ۵)

مُقَرَّب ہیں مراد فرشتے ہیں) وہ رات دن
 اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ذرا بھی نہیں
 اُگتاتے۔

(৫৮) যাহারা আপনার রবের নিকটবর্তী (অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা) তাহারা দিবা-রাত্রি তসবীহ পড়িতে থাকে ; একটুও ক্লান্ত হয় না।
(সূরা হা-নীম সেজদা, রুকুঃ ৫)

(۵۹) وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ
اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں رہتے ہیں ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

৫৯ এবং ফেরেশতাগণ আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকে আর জমীনে যাহারা আছে তাহাদের জন্য গোনাহমাকীর দোয়া করিতে থাকে। (সূরা শুরা, রুকুঃ ১)

۶۰) وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (س زخرف ۷۱)

(اور تم سواریوں پر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب کی یاد کیا کرو) اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ ان کو تابع کر سکتے اور بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

৬০ (আর তোমরা সওয়ারীর উপর বসিবার পর আপন রবকে স্মরণ কর) আর বল, পবিত্র ঐ যাত, যিনি এই সওয়ারীগুলিকে আমাদের বাধ্য করিয়া দিয়াছেন, অথচ আমরা তো এমন ছিলাম না যে, এইগুলিকে বাধ্য করিতে পারি। নিঃসন্দেহে আমাদেরকে আপন রবের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (সূরা যুখরুফ, রুকুঃ ১)

﴿۶۱﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۶۲﴾

(৬১) সমস্ত আসমান ও জমীনের পরোয়ারদিগার যিনি আরশেরও মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত সব জিনিস হইতে পবিত্র। (যুখরুফ, রুকু : ৭)

۶۲ ﴿وَتَسْبُحُهُ بَكْرًا وَأَصِيلًا﴾ اس فتح غا
اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح کے وقت
اور شام کے وقت ۔

(৬২) আর তাঁহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল-সন্ধ্যা। (ফাতহ, রুকুঃ ১)

پس ان لوگوں کی زامنا سب باتوں پر جو کچھ وہ کہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب کے غروب کے بعد اور رات میں بھی اس کی تسبیح و تحمید کیجئے اور (فرض نمازوں کے بعد بھی تسبیح و تحمید کیجئے۔

(৬৩) অতএব আপনি তাহাদের (অশোভনীয়) কথার উপর ছবর করুন আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর তাঁহার তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন। আর রাত্রেও তাহার তসবীহ ও প্রশংসা করুন এবং (ফরজ) নামাযের পরও তসবীহ ও প্রশংসা করুন। (সূরা কাফ, রুকুঃ ৩)

۶۴) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
(سورہ طور رکوع ۲)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔

৬৪ আল্লাহর যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে ইহার শরীক করে। (সূরা তুর, রুকুঃ ২)

(۶۵) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ۖ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝ (سورہ طور کوعرہ ۲)

اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے مجلس سے یا سونے سے اُٹھنے کے بعد (یعنی تہجد کے وقت) اور رات کے وقت بھی اُس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے (غروب ہونے کے) بعد بھی۔

৬৫) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন (মজলিস অথবা ঘুম হইতে) উঠিবার পর (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়)। রাতেও তাঁহার তসবীহ করিতে থাকুন এবং তারকাসমূহ ডুবিয়া যাওয়ার পরও (তসবীহ পড়ুন)। (সূরা তুর, রুকুঃ ২)

(۶۶-۶۷) قَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
(سورۃ واقعہ رکوع ۲-۳ و ۴)
پس اپنے اُس بڑی عظمت والے رب
کے نام کی تسبیح کیجئے۔

(۶۶) (۶۷) ات‌ا‌ب آپن م‌ان ر‌ب‌ر نام‌ر ت‌س‌ب‌ی‌ه پ‌ڑیت‌ه
ث‌اک‌ون۔ (س‌را و‌یا‌ک‌یا، ر‌ک‌و : ۲ و ۳ : د‌ی‌ جا‌ی‌گا‌ی)

(۶۸) سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
(سورۃ حدید رکوع ۱)
اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب
کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔
اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(۶۷) آس‌مان و‌ ج‌مین‌ه یا‌ها ک‌ی‌خ‌و آ‌خ‌ه س‌ب‌ی‌ه آ‌ل‌ل‌ا‌ه یا‌ال‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا‌ر
ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ریت‌ه ث‌اک‌ه۔ ت‌ین‌ی‌ ج‌ب‌ر‌د‌س‌ت‌ ه‌ک‌م‌ت‌ و‌یا‌ل‌ا۔ (س‌را ه‌د‌ید، ر‌ک‌و : ۱)

(۶۹) سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
(سورۃ حشر رکوع ۱)
اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں
جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو
زمین میں ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت
والا ہے۔

(۶۹) یا‌ها ک‌ی‌خ‌و آ‌س‌مان‌ه آ‌خ‌ه، آ‌ر یا‌ها ک‌ی‌خ‌و ج‌مین‌ه آ‌خ‌ه س‌ب‌ی‌ه
آ‌ل‌ل‌ا‌ه یا‌ال‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا‌ر ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ریت‌ه ث‌اک‌ه۔ ت‌ین‌ی‌ ج‌ب‌ر‌د‌س‌ت‌ ه‌ک‌م‌ت‌ و‌یا‌ل‌ا۔
(س‌را ه‌اش‌ر، ر‌ک‌و : ۱)

(۷۰) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
(سورۃ حشر رکوع ۲)
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے
جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔

(۷۰) ت‌ا‌ه‌را یا‌ها‌ک‌ه ش‌ری‌ک‌ ک‌ر‌ه آ‌ل‌ل‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا ت‌ا‌ها ه‌ی‌ت‌ه پ‌ب‌ی‌ا۔
(س‌را ه‌اش‌ر، ر‌ک‌و : ۲)

(۷۱) يَسْبِيحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
(سورۃ حشر رکوع ۳)
اللہ تعالیٰ شانہ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ
سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں
اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(۷۱) یا‌ها ک‌ی‌خ‌و آ‌س‌مان‌ه و‌ ج‌مین‌ه آ‌خ‌ه، س‌ب‌ی‌ه آ‌ل‌ل‌ا‌ه یا‌ال‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا‌ر
ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ریت‌ه ث‌اک‌ه۔ ت‌ین‌ی‌ ج‌ب‌ر‌د‌س‌ت‌ ه‌ک‌م‌ت‌ و‌یا‌ل‌ا۔ (س‌را ه‌اش‌ر، ر‌ک‌و : ۳)

(۷۲) سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب
چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں

(سورۃ صفت رکوع ۱)
ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(۹۲) یا‌ها ک‌ی‌خ‌و آ‌س‌مان‌ه و‌ ج‌مین‌ه آ‌خ‌ه، س‌ب‌ی‌ه آ‌ل‌ل‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا‌ر
ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ریت‌ه ث‌اک‌ه۔ ت‌ین‌ی‌ ج‌ب‌ر‌د‌س‌ت‌ ه‌ک‌م‌ت‌ و‌یا‌ل‌ا۔ (س‌را ص‌ف‌، ر‌ک‌و : ۱)

(۹۳) يَسْبِيحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (سورۃ جموع رکوع ۱)
اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب
چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین
میں ہیں وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے)
پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(۹۲) آ‌ل‌ل‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا‌ر ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ریت‌ه ث‌اک‌ه س‌ب‌ی‌ه یا‌ها ک‌ی‌خ‌و
آ‌س‌مان‌ه و‌ ج‌مین‌ه آ‌خ‌ه۔ ت‌ین‌ی‌ ب‌اد‌شا‌ه، یا‌ب‌ت‌ی‌ی‌ د‌ا‌ش‌-ک‌را‌ٹ‌ی‌ ه‌ی‌ت‌ه
پ‌اک‌، ج‌ب‌ر‌د‌س‌ت‌ ه‌ک‌م‌ت‌ و‌یا‌ل‌ا۔ (س‌را ج‌م‌و‌آ‌، ر‌ک‌و : ۱)

(۹۴) يَسْبِيحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
(سورۃ لقاب رکوع ۱)
اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب
چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین
میں ہیں اسی کے لئے ساری سلطنت
ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے اور وہ
ہر شے پر قادر ہے۔

(۹۴) یا‌ها ک‌ی‌خ‌و آ‌س‌مان‌ه و‌ ج‌مین‌ه آ‌خ‌ه، س‌ب‌ی‌ه آ‌ل‌ل‌ا‌ه ت‌ا‌یا‌ل‌ا‌ر
ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ریت‌ه ث‌اک‌ه۔ ت‌ا‌ه‌ار‌ی‌ س‌م‌س‌ت‌ ر‌ا‌ج‌ت‌، ت‌ین‌ی‌ پ‌ر‌ش‌ا‌س‌ار‌ ی‌ا‌گ‌ی‌ ا‌ب‌ا‌
ت‌ین‌ی‌ س‌ب‌ ج‌ین‌س‌ر‌ و‌پ‌ر‌ ک‌م‌ت‌ا‌بان۔ (س‌را ت‌ا‌گا‌ب‌ون، ر‌ک‌و : ۱)

(۹۵-۹۶) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْأَقْلُ
لَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُونَهُ قَالُوا سُبْحَانَ
بَنِي إِبْرَاهِيمَ ۝ (سورۃ قلم رکوع ۱)
ان میں سے جو افضل تھا وہ کہنے لگا کہ میں
نے تم سے (پہلے ہی) کہا تھا اللہ کی تسبیح
کیوں نہیں کرتے وہ لوگ کہنے لگے سبحان
ربنا (ہمارا رب پاک ہے) بیشک ہم خطاوار
ہیں۔

(۹۵) (۹۶) ت‌ا‌ه‌اد‌ر‌ م‌ث‌ی‌ه ی‌ه و‌س‌م‌ خ‌یل‌ س‌ه ب‌ل‌یت‌ه ل‌ا‌گ‌یل‌، آ‌م‌ی‌
ک‌ی‌ ت‌وام‌اد‌ر‌ (آ‌ا‌گ‌ه‌ی‌) ب‌ل‌ی‌ ن‌ا‌ی‌ ی‌ه، ت‌وام‌را آ‌ل‌ل‌ا‌ه‌ر‌ ت‌س‌ب‌ی‌ه ک‌ن‌ ک‌ر‌
ن‌ا‌؟ ا‌ی‌ س‌م‌س‌ت‌ ل‌ا‌ک‌ ب‌ل‌یت‌ه ل‌ا‌گ‌یل‌، آ‌ام‌اد‌ر‌ ر‌ب‌ پ‌ب‌ی‌ا ; ن‌ی‌س‌ن‌د‌ه‌ه

আমরাই গোনাহগার। (সূরা কালাম, রুকু : ১)

(۷۷) فَبِشِّعْ بِأَسْوَرِبِكَ الْعَفِيَّةُ
 پس اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہتے۔
 (سورہ الحاقہ رکوع ۲)

৭৭ অতএব আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ করিতে থাকুন। (সূরা আন-হাক্বাহ, রুকুঃ ২)

اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے
اور رات کو بھی اس کے لئے مسجد کیجئے اور
رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح
کیا کیجئے۔

(৭৮) সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদিগারের নাম লইতে থাকুন, রাত্রেও তাহার জন্য সেজদা করুন এবং রাত্রির বড় অংশে তাহার তসবীহ করিতে থাকুন। (সূরা দাহর, রুকুঃ ২)

(۴۹) مَبِیْعِ اسْوَرٰتِكَ الْاَعْلٰی ۝
(سورہ اعلیٰ رکوع ۱)

آپ اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی
تبسیع کیجئے۔

৭৯) আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ পড়ুন।
(সূরা আ'লা, রুকুঃ ১)

پس آپ اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے رہیئے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیئے بیشک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(৮০) অতএব আপনি আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন এবং তাহার নিকট মাগফেরাত কামনা করিতে থাকুন। নিশ্চয় তিনি বড় তওবা কবলকারী। (সুরা নাহর, রুকুঃ ১)

ফায়দা : এই আশিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালায় তসবীহ অর্থাৎ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করা বা উহা স্বীকার করার হুকুম করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। যেই বিষয়টিকে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এত গুরুত্বসহকারে বারবার বর্ণনা করিয়াছেন উহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা থাকিতে পারে না। এইসব আয়াতের মধ্যে অনেক আয়াতে তসবীহের সঙ্গে তাহমীদ অর্থাৎ প্রশংসা, হামদ বয়ান করা এবং তৎসঙ্গে আল-হামদুলিল্লাহ বলার

বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক আয়াতে আল-হামদুলিল্লাহ বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল এই যে, আল্লাহ তায়ালার পাক কалам শুরুই করা হইয়াছে আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা। ইহা হইতে বড় ফযীলত এই কালেমার আর কি হইতে পারে !

۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 (سورہ فاتحہ رکوع ۱)
 سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام
 جہانوں کا پروردگار ہے۔

১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জাহানের
পরোয়ারদেগার। (সুরা ফাতেহা, রুকুঃ ১)

٢) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
(سورہ النعام رکوع ۱)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے
آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیرے
کو اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ (دوسرے کو)
لےنے زت کے برابر کہہ رہے ہیں۔

(২) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি আসমান ও জমীন পয়দা করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও নূর পয়দা করিয়াছেন। তবুও কাফেররা (অন্যকে) আপন রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। (আনআম, রুকুঃ ১)

﴿۳﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ
(سورہ انفصام رکوع ۵)

پھر ہماری گرفت سے، ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ گئی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (اُس کا شکر ہے) جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

৩ অতঃপর (আমার পাকড়াওয়ার কারণে) জালেমদের মূল কাটিয়া গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য (তাহার শোকর) যিনি তামাম জাহানের পরোয়ারদিগার। (সুরা আনআম, রুকুঃ ৫)

اور (جنت میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچے اگر اللہ جل شانہ ہم کو نہ پہنچاتے۔

৪ এবং (জান্নাতে পৌঁছবার পর) ঐ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা এখানে কখনও পৌঁছিতে পারিতাম না যদি আল্লাহ জান্না শানুহ আমাদেরকে না পৌঁছাইতেন। (সূরা আ'রাফ, রুকু : ৫)

(۵) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
 الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
 فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

৫) যাহারা এইরূপ নিরঙ্কর নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে যাহাকে তাহারা নিজেদের নিকট বিদ্যমান তৌরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায়।
(সূরা আ'রাফ, রুকুঃ ১৯)

ফায়দা : তৌরাত কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার উম্মত বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা করিবে। ‘দুররে মানছুর’ কিতাবে এ সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

(۶) السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْعَابِدُونَ الْهَامِدُونَ
السَّائِعُونَ الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ
الْمُرْدُونَ الْمَعْرُوفُونَ وَالنَّاهِيْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ○ (سورہ توبہ رکوع ۱۳)

(اَن مُجَاهِدٌ کے اوصاف جن کے نفوس کو اللہ جل شانہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یہ ہیں کہ وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لئے سفر کرنے والے ہیں، رُکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں یعنی نمازی ہیں، نیک باتوں کا حکم کرنے والے ہیں اور بُری باتوں سے روکنے والے ہیں (تبلیغ کرنے والے ہیں)، اور اللہ کی حدود و کی (یعنی احکام کی) حفاظت کرنے والے ہیں (ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنانا دیجئے۔

৬) (যে সকল মুজাহিদের জান আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া নিয়াছেন, তাহাদের গুণাবলী হইল) তাহারা গোনাহ হইতে তওবাকারী, আল্লাহর এবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী (অথবা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী) রুকু-সেজদাকারী (অর্থাৎ তাহারা নামাযী), নেক কাজে আদেশকারী, মন্দ কাজে নিষেধকারী (অর্থাৎ তাহারা তবলীগ করে) আল্লাহ তায়ালায় সীমা

(ভুকুম-আহকামের) হেফাজতকারী ; (এইরূপ) মোমিনদেরকে আপনি খোশখবর শুনাইয়া দিন । (সূরা তওবা, রুকু : ১৪)

اور آخری پکار اُن کی یہی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا مہرور و کار ہے)

(৭) তাহাদের সর্বশেষ কথা হইল, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।) (সূরা ইউনুস, রুকু : ১)

(۸) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ ذَهَبَ لَیْ
 عَلَی الْکَبْرِ اِسْمَاعِیْلَ وَ اِسْحٰقُ
 (سورہ ابراہیم رکوع ۶)

(৮) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে (দুইটি পুত্র সন্তান) ইসমাইল ও ইসহাক দান করিয়াছেন। (সূরা ইবরাহীম, রুকুঃ ৬)

۹) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سورہ نحل رکوع ۱۰)

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (بہر بھی وہ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان میں سے نا سمجھ ہیں۔)

৯ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, (তথাপি তাহারা এইদিকে মনোযোগী হয় না।) বরং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (নাহুল, রুকুঃ ১০)

۱۰) یَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَقْنُونَ اِنْ كُنْتُمْ رَالِیْنَ
قَلِیْلًا ﴿سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵﴾
جس دن (صُور پھینکے گا اور تم کو زندہ کر کے
پکارا جائے گا تو تم مجبوراً اس کی حمد (وشنا)
کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے اور ان
حالات کو دیکھ کر گمان کرو گے (کہ تم دنیا میں اور قبر میں) بہت ہی کم مدت ٹھہرے تھے۔

(১০) যেদিন শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হইবে এবং তোমাদেরকে জিন্দা করিয়া ডাক দেওয়া হইবে, সেইদিন তোমরা বাধ্য হইয়া তাহার প্রশংসা করতঃ আদেশ পালন করিবে। আর (এইসব অবস্থা দেখিয়া) তোমরা ধারণা করিবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা (দুনিয়াতে এবং কবরে) অবস্থান করিয়াছিলে। (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকু : ৫)

اور آپ (علی الاعلان) کہہ دیجئے کہ تمام
تعریف اُسی اللہ کے لئے ہے جو نہ اولاد
رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں
شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اُس
کا کوئی مددگار ہے اور اس کی ثواب تکبیر
(بڑائی بیان) کیا کیجئے۔

(১১) আপনি (প্রকাশ্যে) বলিয়া দিন যে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি না কোন সম্ভান-সম্মতি রাখেন, না তাঁহার রাজত্বে কোন শরীক আছে ; না দুর্বলতাহেতু তাঁহার কোন সাহায্যকারী রহিয়াছে। আর আপনি তাঁহার খুব বড়ত্ব বর্ণনা করিতে থাকুন। (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকু : ১২)

(۱۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَوْ يَجْعَلُ لَهٗ عِوَجًا ﴿۱﴾ (سورہ کہف رکوع ۱)

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ (محمد ﷺ) پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا سی بھی کجی نہیں رکھی۔

(১২) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর কিতাব নাজেল করিয়াছেন এবং উহাতে কোন প্রকার সামান্যতম বক্রতাও রাখেন নাই।

(সূরা কাহাফ, রুকু : ১)

﴿۱۳﴾ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○
(سورہ مؤمنون رکوع ۲)

حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہے کہ
جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ تمام
تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے
ہمیں ظالموں سے نجات دی۔

১৩ (হযরত নূহ (আঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, যখন তুমি নৌকাতে বসিয়া যাও তখন বল, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জালেমদের কবল হইতে নাজাত দিয়াছেন।

(সূরা মুমিনুন, রুকু : ২)

اور حضرت سلیمانؑ اور حضرت داؤدؑ نے،
 کہا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس
 نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے
 بندوں پر فضیلت دی۔

(১৪) আর (হযরত সুলাইমান ও হযরত দাউদ (আঃ)) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি অনেক মোমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকুঃ ২)

(۱۵) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ
عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی
(سورہ نمل رکوع ۵)

آپ (خطبہ کے طور پر) کہتے تمام تعریفیں
اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان
بندوں پر سلام ہو جن کو اُس نے منتخب
فرمایا۔

১৫ আপনি (খোতবা হিসাবে) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য আর তাহার ঐ সমস্ত বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকু ৫ ৫)

اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں
اللہ ہی کے واسطے ہیں وہ غنیمتِ تم
کو اپنی نشانیاں دکھاوے گا پس تم
اس کو پہچان لو گے۔

১৬ এবং আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি অতিশুদ্ধর তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইবেন, তখন তোমরা ঐগুলি চিনিয়া লইবে। (সূরা নামল, রুকুঃ ৭)

﴿۱۶﴾ لَٰهُ الْحَيٰدُ فِي الْاَوَّلٰى وَالْاٰخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ
(سورۃ قصص کو ۱۶)

حمد و ثنا کے لائق دنیا اور آخرت میں
وہی ہے اور حکومت بھی اسی کے لئے
ہے، اور اسی کی طرف لوٹاتے جاؤ گے۔

(১৭) দুনিয়া ও আখেরাতে হামদ ও ছানার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, রাজত্বও একমাত্র তাঁহারই এবং তাঁহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে। (সূরা কাছাফ, কক্কঃ ৭১)

(۱۸) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ طَبْلًا كَثْرَتُهُ
 لَا يَعْقِلُونَ ۝ (سورہ عنکبوت رکوع ۶)
 آپ کیسے تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے
 ہے (یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اکثر ان میں
 سمجھتے بھی نہیں۔

(১৮) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য (ইহারা মানে না) বরং ইহাদের অধিকাংশ বুঝেও না। (সূরা আনকাবুত, রুকুঃ ২)

اور جو شخص کفر کرے (ناشکری کرے) تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے۔

(১৯) আর যে ব্যক্তি কুফরী (অর্থাৎ নাসোকারী) করে, তবে আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায এবং প্রশংসনীয়। (সূরা লোকমান, রুকুঃ ২)

آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔

২০) আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (ইহারা মানে না) বরং ইহাদের অধিকাংশ মূর্থ। (সূরা লোকমান, রুকুঃ ৩)

(۲۱) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
(سورہ لقمن رکوع ۳)

بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام
غنیوں والا ہے۔

(২১) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।
(সূরা লোকমান, রুকুঃ ৩)

(۲۲) الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۝ (سورۃ سباعۃ)

تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی کی حمد (وشنا) ہو گی آخرت میں (کسی دوسرے کی پوجھ نہیں)

(২২) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান-জমীনে যাহা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আখেরাতে প্রশংসা একমাত্র তাহারই জন্য হইবে (অন্য কাহারো জন্য নয়)। (সূরা সাবা, রুকুঃ ১)

۳۳) الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ (سورہ فاطر، کوہ ۱)

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں
کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کا۔

(২৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ পয়দা করিয়াছেন এবং জমীন পয়দা করিয়াছেন। (সূরা ফাতির, রুকুঃ ১)

﴿۲۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
(سورہ فاطر کوکب ۳)

اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے اور وہ
بلے نیاز ہے اور تمام غریبوں والا ہے۔

(২৪) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ বে-নিয়ায। তিনি সমস্ত গুণের অধিকারী। (সূরা ফাতির, রুকু ৩ ও ৪)

(۲۵) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ؕ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ
شَكُورٌ ۚ وَالَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ
مِنْ فَضْلِهِ ۖ لَآ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ
وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿سورہ فاطر ۲۰﴾
واللہ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے مقام میں پہنچا دیا نہ ہم کو کوئی کلفت
پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی سختی پہنچے گی۔

২৫ (মুসলমানগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাহাদিগকে রেশমের পোশাক পরানো হইবে) আর তাহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি (চিরদিনের জন্য) আমাদের চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের রব বড় দয়াশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। যিনি মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যেখানে আমাদের না কোন কষ্ট হইবে আর না আমাদের কোন ক্লান্তি আসিবে। (সূরা ফাতির, রুকুঃ ৪)

اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ
 ہی کے واسطے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار
 ہے۔

(২৬) শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলগণের উপর এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার। (ছাফফাত, রুকুঃ ৫)

٢) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَلِهَا مِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
إِلَّا مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ ٥
(سورہ النام رکوع ۲۰)

جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو
دس گنا اجر ملے گا اور جو شخص بُرائی لے
کر آئے گا اس کو اُس کے برابر ہی سزا
ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

٢) یہ ব্যক্তি একটি نیک لہیا آسیرے سے دس گونہ سونوار پائیرے
آر یہ بآکتی گوناه لہیا آسیرے تاهار سمپارماڭ شانتی ملیرے
اےو تاهادر اُپر جُولم کرا ہیرے نا۔ (سُرا آنآم، رکُ ۵ ۲۰)

فایزدا : ہُور سالللاللہ آلایہی ویاساللام ارساد فرمایاھن،
دوہٹی بصر امان آھے یہ، یہ کون ماسلمان اُہار پرتی یزبان
ہیرے جانائے داخول ہیرے۔ بصر دوہٹی خُوی ماملی کسٹ اُہار اُپر
آاملکاری خُوی کم۔ پُرم آامل ہیل، سوبھاناللہ، آل-
ہامدوللہ، آاللہ آاکبار پُرتیک نامایےر پر دس دسوار کریرا
پڈیرا لہیرے۔ اُہاتے پُرتاھ (پاُچو یا کُ نامایے) اکشات پڭا ش بار
پڈا ہیرے۔ یاہار سونوار دس گونہ بڈی پائیرا پنر شات نیک ہیرا
یائیرے۔

آر دیرتی آامل ہیل، شُہوار سمی ۳۵ بار آاللہ آاکبار،
۳۳ بار آل-ہامدوللہ اےو ۳۳ بار سوبھاناللہ پڈیرا لہیرے۔
موت اکشات بار پڈا ہیل، اُہاتے اکھাজার نیک ہیرا گول۔ اُخن
اُہ گول و سارادرینر نامای شےر سمٹیل ملیرا دوہ اُہار پاُچش
نیک ہیرا گول۔ آاملسمُھ و جن کریرار سمی دینک آڈا اُہ اُہار
گوناه کاهار ہیرے یاہا اُکٹ نیکسمُہر اُپر پُربل ہیرا یائیرے۔
اُدم باندار مائے، ساہاوائے کرام (راپی) اُر مڈی اُدی اُمان کھ
ہیرن نا یاہار آڈا اُہ اُہار گوناه دینک ہیرت ; کسٹ برتمان
جمانای آامادر دینک بد-آامل اُہا ہیرت اُنک بےش۔ تبے
ہُور سالللاللہ آلایہی ویاساللام مہربانی کریرا گوناہر
تولنای نیک بےش ہویرار بربھاپا بلیرا دیراھن۔ اُخن بربھاپا
انُویا اُلا نا اُلا روریر کاج۔ اک ہادیسے آاسیراھے، ساہاوائے
کرام (راپی) آرک کریرن، اُرا راسُلاللہ! آامل دوہٹی اُت
سہج، تبو و اُہار اُپر آاملکاری اُت کم-اُہار کارڭ ک؟ ہُور
سالللاللہ آلایہی ویاساللام ارساد فرمایلن، شُہوار سمی
شایتان تسوہ پڈار آاگے دُم پاڈا اُہا دے آر نامایےر سمی
اُمان کون کٹا مائے کرا اُہا دے یاہار درن تسوہ نا پڈیرا اُہ

اُٹیرا اُلیرا یا۔ اک ہادیسے ہُور سالللاللہ آلایہی ویاساللام
اُرساد فرمایاھن، تومرا ک دینک اک اُہار نیک کامای
کریرتے اُکٹم؟ کھ آرک کریرل، اُرا راسُلاللہ! اُہار نیک
دینک ک کریرا کامای کرا یا۔ اُرساد فرمایلن، اکشات بار
سوبھاناللہ پڈ اُہار نیک ہیرا یائیرے۔

٣) أَلَمْ لَوْ الْبُنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الَّذِينَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٥
(سورہ بک رکوع ۶۱)

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک زینت
(فقط) ہے اور باقیات صالحات (وہ نیک
اعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) وہ تمہارے
رَب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے
بھی (بدرجہ) بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اگر ان کے ساتھ اُمیدیں قائم
کی جائیں بخلاف مال اور اولاد کے کہ ان سے اُمیدیں قائم کرنا بے کار ہے۔

٣) دن-سمپد و سبُتان-سبُتات پاریب اُہنر سوندری ماتر۔ آر
'باکیراتے اُلالہات' (اُرتا ۱۱ اُیرسُاری نیک آامل) تومادر
پرویرار دیرارنر نیکٹ سونوارر دیک دیرا و اُنک بےش اُکٹم اےو
آشا ہیراے و بھ گونے شے۔ (اُرتا ۱۱ اُہ گولر اُپر آشا کرا یا۔
کسٹ مال-آولادر اُپر آشا کرا انرک)۔

٤) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا
هُدًى وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ٥
(سورہ بک رکوع ۵۵)

اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت
بڑھاتا ہے اور باقیات صالحات تمہارے
رَب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے
بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔

٤) آر آاللہ اُیرا لہدایت پرا گولر لہدایت بڈی کریرا
دن۔ آر 'باکیراتے اُلالہات' تومادر پرویرار دیرارنر نیکٹ
سونوارر دیک دیرا و اُکٹم اےو پیرنامر دیک دیرا و اُکٹم۔

فایزدا : اُدی و 'باکیراتے اُلالہاتر' مڈی اُمان سمسٹ نیک
آامل اُسٹرُکٹ، یہ اُہ گولر سونوار اُیرکال لائ ہیرتے اُاکیرے، کسٹ
بھ ہادیسے اُہا و آاسیراھے یہ، اُہ سب تسوہ کھ اُہ 'باکیراتے
اُلالہات' بلا ہیر۔ یمن ہُور سالللاللہ آلایہی ویاساللام اُرساد
فرمایاھن، تومرا 'باکیراتے اُلالہات' ک بےش بےش کریرا
پڈیرتے اُاک۔ کھ اُجسسا کریرل، اُہا ک اُجیرس؟ ہُور سالللاللہ
آلاللہ اُرساد فرمایلن، تاکویر (اُرتا ۱۱ آاللہ

আকবার), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলা), তাহমীদ (অর্থাৎ আল-হামদুলিল্লাহ বলা) এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, খুব ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার' বাকিয়াতে ছালেহাতের অন্তর্ভুক্ত। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, তোমরা নিজেদের হেফাজতের ব্যবস্থা করিয়া লও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপস্থিত কোন দুষমনের আক্রমণ হইতে কি নিজেদের হেফাজত করিব? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, বরং জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতের ব্যবস্থা কর। আর তাহা হইল, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার' পড়া। এই কালেমাগুলি কেয়ামতের দিন অগ্রগামী থাকিবে (অর্থাৎ সুপারিশ করিবে অথবা আগে বাড়িয়া দিবে অর্থাৎ পাঠকারীকে জান্নাতের দিকে বাড়িয়া দিবে)। পিছনে থাকিবে। (অর্থাৎ পিছনে থাকিয়া হেফাজত করিবে)। এহসান করিবে। আর এইগুলিই হইল বাকিয়াতে ছালেহাত। আরও অনেক রেওয়ায়েতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা সুযূতী (রহঃ) 'দুররে মানছুর' কিতাবে এই সমস্ত রেওয়াযাত উল্লেখ করিয়াছেন।

⑤ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الآية) الشَّهِيدِ كَسَاطِطِ يَسْ كُنْجِيَا آسْمَاوِل
(সূরা নূর ২৪: ৩৫) (সূরা শূরা ২২: ৫)

⑤ আসমান ও জমীনের সমস্ত চাবি আল্লাহরই জন্য রহিয়াছে।

(সূরা যুমার, রুকুঃ ৬; সূরা শূরা, রুকুঃ ২)

ফায়দা : হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমান-জমীনের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, উহা হইল :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَسْبُ لِلَّهِ اسْتَفْغَرُ اللَّهُ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يُعْجِبُ وَيُفْهِمُ وَهُوَ الْحَيُّ
لَا يَمُوتُ سَيِّدُ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অন্য এক হাদীসে আছে, আসমান-জমীনের চাবি হইল, 'সুবহানাল্লাহি

ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার'। আর ইহা আরশের খাজানা হইতে নাজেল হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

⑥ اَلَيْهِ يُضَعَّدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُ

(সূরা ফাটর ১৫)

⑥ তাহারই দিকে উত্তম কালেমাসমূহ পৌছে এবং নেক আমল উহাকে পৌছায়। (সূরা ফাতির, রুকুঃ ২)

ফায়দা : কালেমা তাইয়েবার বয়ানে এই আয়াতের আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন তোমাদেরকে কোন হাদীস শুনাই তখন কুরআনের আয়াত দ্বারা উহার সনদ পেশ করিয়া থাকি। মুসলমান যখন 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' এবং আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, তাবারাকাল্লাহ পড়ে, তখন ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানার মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই কালেমাগুলিকে বহন করিয়া আসমানের উপর লইয়া যায় এবং তাহারা যে যে আসমান অতিক্রম করে সেখানকার ফেরেশতাগণ এই কালেমা পাঠকারীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে। ইহার সমর্থন কুরআনের এই আয়াত রহিয়াছে :

اَلَيْهِ يُضَعَّدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ

(সূরা ফাতির, আয়াত : ১০)

হযরত কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, আরশের চারিদিক সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার-এর এক প্রকার গুঞ্জন হয়, যাহার মধ্যে এই কালেমাগুলি আপন পাঠকারীদের আলোচনা করিতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত কা'ব (রহঃ) এই বিষয়টি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহাবী হযরত নোমান (রাযিঃ)ও এইরূপ বিষয় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত কালেমাসমূহের ফযীলত এবং উহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে।

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

হুযরাদস সলীল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, দুইটি কালেক্সা এমেন রহিয়াছে, যাহা জবানে বড় হালকা, ওজনে খুব ভারী আর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। উহা হইল, ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী। (বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : জবানে হালকা'র অর্থ হইল, পড়িতে তেমন সময়ও লাগে না। কেননা অতি সংক্ষিপ্ত আর মুখস্থ করিতে তেমন কষ্ট বা দেবী হয় না। ইহা সত্ত্বেও আ'মাল ওজন করার সময় উক্ত কালেমাগুলি বেশী হওয়ার কারণে অনেক ভারী হইয়া যাইবে। যদি কোন ফায়দা নাও থাকিত তবুও ইহার চেয়ে বড় জিনিস আর কি হইবে যে, এই দুইটি কালেমা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। ইমাম বোখারী (রহঃ) তাঁহার সহীহ বোখারী শরীফ এই দুই কালেমা দ্বারাই খতম করিয়াছেন এবং উল্লেখিত হাদীসই তাঁহার কিতাবের সর্বশেষ হাদীস।

এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন করা ছাড়িয়া না দেয় ; ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িলে হাজার নেকী হইয়া যাইবে। এতগুলি গোনাহ তো ইনশাআল্লাহ রোজানা হইবেও না ; আর এই তাসবীহ ব্যতীত যত নেক কাজ করিয়া থাকিবে উহার সওয়াব অতিরিক্ত লাভের মধ্যে রহিল। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এক এক তছবীহ (১০০ বার) পরিমাণ ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী পড়িবে, সমুদ্রের ফেনা হইতে বেশী হইলেও তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, সুবহানাল্লাহি ওয়ালা হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়িলে গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়।

② عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْبِرُنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

হুযরত আবু ডর'র ফরমানে ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے میں نے عرض کیا ضرورتاً میں ارشاد فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ دوسری حدیث میں ہے سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ۔

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لئے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے اور وہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے۔

رواه مسلم والنسائي والترمذي الا انه قال سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ وقال ابن ماجة وعنه السيوطي في الجامع الصغير الى مسلم واحمد والترمذي وبقوله بالصحة وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصدقني الله لبكته أو لعباده سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ كذا في الترمذي قلت واخرج الاخير الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في الجامع برواية احمد عن رجل مختصر ورفعه بالصحة

② হযরত আবু ডর (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম কোনটি বলিয়া দিব? আমি আরজ করিলাম, নিশ্চয়ই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, 'ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী'। অন্য হাদীসে আছে, 'ছুবহানা রাব্বী ওয়াবিহামদিহী'। এক হাদীসে ইহাও আছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ফেরেশতাদের জন্য যে জিনিসকে পছন্দ করিয়াছেন, উহাই সর্বোত্তম, অর্থাৎ 'ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী'। (মুসলিম, নাসাঈ)

ফায়দা : প্রথম পরিচ্ছেদে কয়েকটি আয়াতে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে, আরশের নিকটস্থ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা বর্ণনায় ও প্রশংসায় মশগুল থাকে। তাঁহাদের কাজই হইল আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায় মশগুল থাকা। এই কারণে যখন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার সময় হইল তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালা দরবারে এই কথাই উল্লেখ করিল যে, আমরা সর্বদা আপনার তসবীহ পাঠ করি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা

(۳) عَنِ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ
الْجَنَّةَ أَوْ عَجِبْتَ لَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ
قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً
مَرَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفٍ
حَسَنَةٍ وَارْتَبَعًا وَعِشْرِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَحَدٌ قَالَ بَلَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَجِيئُ
بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وَضِعَتْ عَلَى جَبَلٍ
أَنْفَلْتَهُ ثُمَّ تَجِيئُ التَّبَعُ فَقَدْ هَبَّ
بِتِلْكَ ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ
ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ۔
رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد

ইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে
লিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া
আল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িবে,

৩ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে
 ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বনিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া
 ইবে। আর যে ব্যক্তি ছুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িবে,

পবিত্র কুরআনে সূরা ‘তাকাছুর’-এ বর্ণিত হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নেয়ামতের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রাযিঃ) বলেন, ‘শরীর, কান ও চক্ষুর সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া এই সমস্ত নেয়ামত দিয়াছিলেন, তুমি এইগুলিকে আল্লাহর কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (নাকি চতুর্পদ জন্তুর মত কেবল পেট পালার কাজে খরচ করিয়াছ?)’ সূরা বনী ইসরাঈলে এরশাদ হইয়াছে :

إِنَّ السَّعْيَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থাৎ কান, চক্ষু, অন্তর সম্পর্কে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সমস্ত জিনিস কোথায় ব্যবহার করিয়াছে?

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬)

হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, চিন্তা হইতে মুক্ত থাকা ও শারীরিক সুস্থতাও আল্লাহ তায়ালা বড় নেয়ামত—এই সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেক সুস্বাদু ও আনন্দদায়ক বস্তু নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত ; এইগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, সুস্থতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আলী (রাযিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কুরআনের আয়াত **ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** অর্থাৎ, অতঃপর (সেই) দিন নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।) (সূরা তাক্বীম, আয়াত : ৮) —এর অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ গমের রুটি ও ঠাণ্ডা পানি এইগুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং বাসস্থান সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন কোন কোন ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে ; আমাদের তো মাত্র আধা পেট রুটি মিলে, তাহাও যবের রুটি (পেট ভরিয়া খাওয়ার মত রুটিও জোটে না)। ওহী নাযিল হইল, তোমরা কি পায়ে জুতা পর না, তোমরা কি ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এইগুলিও তো আল্লাহর নেয়ামত। এক হাদীসে আসিয়াছে, উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর কোন শাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, খানাপিনার জন্য শুধু খেজুর আর পানি এই দুই জিনিসই জুটিয়া থাকে, (জেহাদের জন্য) সবসময় আমাদের তলোয়ার আমাদের কাঁধের উপর থাকে, (কোন না কোন কাফের) শত্রু সম্মুখে আছেই (যাহার ফলে এই দুই জিনিসেরও নিশ্চিন্তে ভোগ করা নহীত হয় না)। হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, শীঘ্রই প্রচুর নেয়ামত লাভ হইবে।

এক হাদীসে হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, কেয়ামতের দিন যেই সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে সেইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিয়াছিলাম—(এই সুস্থতার কি হক আদায় করিয়াছ এবং ইহার মধ্যে আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য কি কাজ করিয়াছ?) আমি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তোমার পিপাসা নিবারণ করিয়াছি—ইহার কি হক আদায় করিয়াছ? (বাস্তবিকই ইহা আল্লাহ তায়ালা বড় নেয়ামত ; যেখানে ঠাণ্ডা পানি পাওয়া যায় না সেখানকার লোকদেরকে ইহার কদর জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা যাইবে। ইহা আল্লাহ তায়ালা বড় নেয়ামত যাহার কোন সীমা নাই কিন্তু ইহার শোকর আদায় করা তো দূরের কথা, বরং ইহা যে আল্লাহ তায়ালা বড় নেয়ামত এইদিকে আমরা লক্ষ্য করি না।)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, সেইগুলি হইল : ঐ রুটির টুকরা যাহা দ্বারা পেট ভরা হয়, ঐ পানি যাহা দ্বারা পিপাসা দূর করা হয় এবং ঐ কাপড় যাহা দ্বারা শরীর ঢাকা হয়।

একবার দুপুরের সময় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) পেরেশান অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে পৌঁছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাযিঃ)ও একই অবস্থায় মসজিদে আসিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ)কে বসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই সময় এখানে কেন? তিনি বলিলেন, ক্ষুধার জ্বালা আমাকে অস্থির করিয়া দিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কহম, একই জিনিস আমাকেও বাধ্য করিয়াছে যে, কোথাও যাই। তাহারা দুইজন এই বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই সময় এখানে কেন? তাঁহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালায় আমরা পেরেশান হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি। হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমিও তো এই কারণেই আসিয়াছি। তিনজন একত্র হইয়া হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাযিঃ)এর বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার বিবি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গৌরব মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু আইয়ুব কোথায় গিয়াছে? বিবি বলিলেন, কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছেন ; এখনই আসিয়া পড়িবেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ)ও আসিয়া খেদমতে হাজির হইলেন এবং আনন্দের

আতিশয্যে খেজুরের একটি বড় ছড়া কাটিয়া আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, সম্পূর্ণ ছড়া আনার কি প্রয়োজন ছিল, ইহাতে কাঁচা ও আধা পাকা খেজুরও আসিয়া গিয়াছে, শুধু পাকা খেজুরগুলি বাছিয়া আনিতে? তিনি বলিলেন, সবগুলি এইজন্য আনিয়াছি যে, সব রকমের খেজুরই সামনে রহিল যাহা পছন্দ হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। (কখনও পাকা খেজুরের চাইতে আধা পাকা খেজুর বেশী পছন্দ হয়।) খেজুরের ছড়াটি তাহাদের সামনে রাখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করিলেন এবং কিছু গোশত এমনিই ভুনিয়া লইলেন ও কিছু রান্না করিলেন। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটির মধ্যে সামান্য গোশত রাখিয়া আবু আইয়ুব (রাযিঃ)কে দিয়া বলিলেন, ইহা ফাতেমার নিকট পৌছাইয়া দাও কারণ সেও কয়েকদিন যাবত খাওয়ার কিছু পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। এদিকে সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাইলেন। অতঃপর ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, এইগুলি আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামত—রুটি, গোশত এবং কাঁচা-পাকা সব রকমের খেজুর। এই কথা বলিতেই ছ্যুরের চক্ষু মোবারক হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং বলিলেন, ঐ পাক যাতের কছম, যাহার কুদরতি হাতে আমার জান, এইগুলিই সেই সমস্ত নেয়ামত যাহা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। (যেই চরম অবস্থায় এই জিনিসগুলি মিলিয়াছিল সেই হিসাবে) ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)—এর নিকট ইহা অত্যন্ত ভারী মনে হইল এবং মনে চিন্তার উদয় হইল (যে, এইরূপ কষ্ট ও চরম অবস্থায় এইসব জিনিস মিলিয়াছে আর উহার উপরও প্রশ্ন ও হিসাব হইবে?) ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালায় শোকর আদায় করা একান্ত জরুরী—যখন এই জাতীয় জিনিসে হাত লাগাও তখন প্রথমে বিসমিল্লাহ পড় এবং খাওয়া শেষ হইলে এই দোয়া পড় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ اَبْسَرُّنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلُ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছেন, আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন এবং অনেক বেশী দান করিয়াছেন।” শোকর আদায়ের জন্য এই দোয়া যথেষ্ট হইবে। এই ধরনের ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে, যাহা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন একবার আবুল হায়ছাম মালেক ইবনে তায়হান (রাযিঃ)—র

বাড়ীতেও তশরীফ নিয়া গিয়াছিলেন। ওয়াকেফী নামক আরও এক ব্যক্তির সহিতও এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটি কুষ্ঠরোগীও ছিল, অন্ধ, বধির এবং বোবাও ছিল। তিনি সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির মধ্যেও কি তোমরা আল্লাহর কোন নেয়ামত দেখিতেছ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তির নিকট কি নেয়ামত থাকিতে পারে? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সে কি সহজে পেশাব করিতে পারে না?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন তিনটি আদালত কায়েম হইবে : এক আদালতে নেকীসমূহের হিসাব হইবে। আরেকটিতে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের হিসাব লওয়া হইবে। তৃতীয় দরবারে গোনাহের হিসাব লওয়া হইবে। নেকীসমূহ নেয়ামতের বিনিময়ে হইয়া যাইবে। আর গোনাহ বাকী থাকিয়া যাইবে। যাহা আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিবে। এই সবকিছুর অর্থ হইল, আল্লাহ তায়ালায় যত নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে প্রতি শ্বাসে বান্দার উপর হইতেছে উহার শোকর আদায় করা, উহার হক আদায় করা বান্দার দায়িত্ব। এইজন্য যতবেশী সম্ভব নেকী হাছিল করার ব্যাপারে কোনরূপ কমি করিতে নাই এবং কামাই কোন (বেশী) পরিমাণকেও বেশী মনে করিতে নাই। কারণ, সেখানে যাওয়ার পর বুঝা যাইবে আমরা চোখ, কান, নাক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা দুনিয়াতে কি পরিমাণ গোনাহ করিয়াছি ; অথচ সেইগুলিকে আমরা গোনাই মনে করি নাই।

ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমাদের মধ্যে কেহই এমন নাই, যে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে না। তখন মাঝখানে না কোন পর্দার আড়াল থাকিবে, না কোন দোভাষী (উকিল ইত্যাদি) থাকিবে। ডান দিকে তাকাইবে তো দেখিবে নিজের আমলের স্তূপ, বাম দিকেও তাকাইবে তো দেখিবে নিজের আমলের স্তূপ—ভাল-মন্দ। যাহাকিছু আমল করিয়াছে উহা সবই সঙ্গে থাকিবে। জাহান্নামের আগুন সামনে থাকিবে। কাজেই যতদূর সম্ভব ছদকা দ্বারা জাহান্নামের আগুন নিভাও। যদিও খেজুরের টুকরাই হউক না কেন। এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিয়াছি, পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানি দিয়াছি। (তুমি এইগুলির কি হক আদায় করিয়াছ?)

আরেক হাদীসে আছে, ঐ পর্যন্ত মানুষ হিসাবের ময়দান হইতে

সরিতে পারিবে না যেই পর্যন্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না করা হইবে? (১) হায়াত কোন কাজে খরচ করিয়াছ? (২) যৌবনের শক্তি কোন কাজে খরচ করিয়াছ? (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করিয়াছ? (৪) সম্পদ কিভাবে খরচ করিয়াছ (অর্থাৎ উপার্জন ও খরচ জায়েয পন্থায় করিয়াছ কি নাজায়েয পন্থায়)? (৫) যাহা কিছু এলেম হাছিল করিয়াছ (যেই পরিমাণই হোক না কেন) উহার উপর আমল কতটুকু করিয়াছ (অর্থাৎ যেই সমস্ত মাসায়েল জানা ছিল সেইগুলির উপর আমল করিয়াছ কি-না)?

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب سراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی لیکن وہ بالکل چھیل میدان ہے اور اس کے پورے (درخت، سُبْحَانَ اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اِلَّا اللہ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ) میں رجتے کسی کا دل چاہے درخت لگالے، ایک حدیث میں اس کے بعد لَکْوَلٌ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ بھی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں میں سے ہر کلمہ کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہِ پڑھے گا ایک درخت جنت میں لگایا جاوے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابوہریرۃؓ کو دیکھا کہ ایک

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَقِیْتُ اِبْرٰہِیْمَ لَیْلَۃً اَسْرَی بَیْ فُقَالَ یَا مُحَمَّدُ اَفَرِئْتُ اَمْتًا مِّنْیَ السَّادِمِ وَاَخْبِرْہُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَیْبَةُ التَّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَانْہَا قِیَعَانِ وَانْتَ غَرَسَہَا سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ رواہ الترمذی والطبرانی فی الصغیر و لا یسط و زاد لَکْوَلٌ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ وقال الترمذی حسن غریب من هذا الوجه و رواہ الطبرانی ایضاً باسناد وای من حدیث سلمان الفارسی وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مِّنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ عَنْ سٍ لَّہِ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْہُنَّ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن لا بأس بہ فی المتابعات

وَعَنِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مِّنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہِ غَرَسَتْ لَہُ نَخْلَةً فِی الْجَنَّةِ۔
یو دال کا یہ ہے درخت فرمایا کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں۔
ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پورے جو لگائے جاویں سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ ہر کلمہ سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے۔

رواہ الترمذی وحسنہ والنسائی الا انہ قال شجرۃ وابن حبان فی صحیحہ والحاکم فی الموضعین باسنادین قال فی احدہما علی شرط مسلمہ و فی الاخر علی شرط البخاری و ذکرہ فی الجامع الصغیر بروایۃ الترمذی وابن حبان والحاکم و رقوہ بالصحۃ وَعَنِ ابْنِ ہُرَیْرَۃٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِہِ وَهُوَ کَعْرِسُ الْحَدِیثِ رواہ ابن ماجہ باسناد حسن والحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب و عزاء فی الجامع الی ابن ماجہ والحاکم رقوہ بالصحۃ قلت و فی الباب من حدیث ابی الیوثب مرفوعاً رواہ احمد باسناد حسن وابن ابی الدنیا وابن حبان فی صحیحہ و رواہ ابن ابی الدنیا والطبرانی من حدیث ابن عباس مرفوعاً منہما فی الا ان فی حدیثہما الموقلة فقط کما فی الترغیب قلت و ذکر السیوطی فی الدر حدیث ابن عباس مرفوعاً بلفظ حدیث ابن مسعود وقال اخرجه ابن مردويه و ذکر ایضاً حدیث ابن مسعود وقال اخرجه الترمذی وحسنہ والطبرانی وابن مردويه قلت و ذکرہ فی الجامع الصغیر بروایۃ الطبرانی و رقوہ بالصحۃ و ذکر فی مجمع الزوائد عدۃ روايات فی معنی هذا الحدیث ۶

۸) حضرت سائلانہاھ آلاہیہ ویا سائلانہاھ اراشاد فرمان، مہراجر راتیتہ ہررات ہبراہیم (آ۶)۔ ارا سہیت یخن آمار سائلانہاھ ہیل، تخن تینی بلیلین، ہہ موشامد! آپنار اشماتہر نیکٹ آمار سالام بلیبین ابا بلیبین ہہ، آانناہہر ماتٹ اٹٹ اٹکٹٹ و پبٹٹ، اہار پانٹ و سومیٹ کٹٹٹ اہہ اکہبارہ خالی ممدان۔ اہار چارا (گاھ) ہیل : 'سوبھاناہاھ ویاال ہامدوللہاھ ویاالا ہلاہا ہللاہاھ ویااللاھ آاکبار'۔ (یاہار یٹ اٹٹا گاھ لاگاہٹہ پارہ)۔ (ٹیرمیی، تابارانئ) اک ہادیسہ اٹٹ کالہمار پر 'لا ہاولا ویاالا کوویاتا ہللا ہللاہو رہیاہہ۔ (ٹیرمیی)

আরেক হাদীসে আছে, এই সমস্ত কালেমার এক একটির বিনিময়ে জান্নাতে একটি করিয়া গাছ লাগান হয়। (তাবারানী) এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আজীম ওয়াবিহামদিহী' পড়িবে উহার বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হইবে। (তিরমিযী, নাসাঈ) এক হাদীসে আছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন, পথে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ)কে একটি গাছের চারা লাগাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, গাছ লাগাইতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা হইতে উত্তম চারা লাগাইবার কথা আমি তোমাকে বলিব কি—'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়াল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ইহার প্রতিটি কালেমার বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়া যায়। (তারগীবঃ ইবনে মাজাহ, হাকেম)

ফায়দাঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছালাম পাঠাইয়াছেন। এইজন্য ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যাহার কাছে এই হাদীস পৌঁছবে, সে যেন এই ছালামের জবাবে বলেঃ 'ওয়াআলাহিছ ছালাম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। হাদীসে উল্লেখিত 'জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট এবং পানি সুমিষ্ট হওয়ার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমটি হইল, উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র ঐ জায়গার অবস্থা বর্ণনা করা যে, উহা অতি উত্তম স্থান, যাহার মাটি সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, উহা মুশক ও জাফরানের। আর পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। এমন স্থানে সকলেই বাড়ী তৈরী করিতে চায়। তদুপরি আমোদ প্রমোদের জন্য যদি বাগান ইত্যাদি লাগানোর ব্যবস্থাও থাকে তবে এমন স্থান কে ছাড়িতে চায়। দ্বিতীয় অর্থ হইল, যে জায়গার মাটি উত্তম, পানিও উত্তম সেখানে গাছপালা খুব ভাল জন্মে। এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে যে, একবার ছুবহানাল্লাহ পড়িলেই সেখানে একটি গাছ লাগিয়া যাইবে। অতঃপর মাটি ও পানি উত্তম হওয়ার কারণে উক্ত গাছ নিজে নিজেই বড় হইতে থাকিবে। অর্থাৎ কেবল একবার বীজ বপন করিলেই চলিবে। অন্যান্য সমস্ত কাজ আপনা-আপনিই সমাধা হইয়া যাইবে।

উক্ত হাদীসে জান্নাতকে 'খালি ময়দান' বলা হইয়াছে অথচ অন্যান্য যে সমস্ত হাদীসে জান্নাতের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে সেইগুলিতে জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলমূল ও গাছপালা ইত্যাদি থাকার কথা বলা হইয়াছে। বরং জান্নাত শব্দের অর্থই হইল বাগান। এইজন্য দৃশ্যতঃ প্রশ্ন জাগে। কোন কোন আলেম ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেনঃ জান্নাত আসলে

খালি ময়দান; কিন্তু নেক বান্দাকে যখন উহা দেওয়া হইবে তখন তাহার আমল হিসাবে উহাতে বাগান ও গাছপালা থাকিবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এই করিয়াছেন যে, জান্নাতের বাগান ইত্যাদি আমল অনুপাতে লাভ হইবে, অতএব যখন ঐগুলি আমলের কারণে এবং আমল অনুপাতে মিলিবে তখন যেন আমলই বাগান ও গাছপালার কারণ হইল।

তৃতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে, একজন জান্নাতী কমপক্ষে এই দুনিয়ার কয়েকগুণ বড় জান্নাত লাভ করিবে। উহার অনেক অংশে প্রথম হইতেই আসল বাগান বিদ্যমান আছে আর কিছু অংশ খালি পড়িয়া আছে। যে যত পরিমাণ যিকির, তাছবীহ ইত্যাদি পড়িবে তাহার জন্য তত পরিমাণ বাগ-বাগিচা আরও লাগিয়া যাইবে। শায়খুল মাশায়েখ হযরত গাজ্জোহী (রহঃ)এর উক্তি 'কাউকাবুদ-দুররী' নামক কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, জান্নাতের সমস্ত গাছ খামীর আকারে এক জায়গায় জড় হইয়া আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমল হিসাবে উহা তাহার অংশের জমিতে লাগিতে থাকে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

⑤ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَالَهُ السَّيْلُ أَنْ يَكْبِدَهُ أَوْ يَجْلُ بِالسَّيْلِ أَنْ يَتَّقَهُ أَوْ جَبْنٌ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ فَلَيْكَ كَثْرَتُ مَنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلٍ ذَهَبٍ يَتَّقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. يَهْ كَلَامِ پِہاڑکی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

رواه الفریابی والطبرانی واللفظ له وهو حدیث غریب ولا بأس باسنادہ انشاء الله کذا فی الترغیب وفي مجمع الزوائد رواه الطبرانی وفيه سليمان بن احمد الواسطي وثقه عبد ان وضعه المحبهور والغالب على بقية رجاله التوثيق وفي الباب عن الجهرية مرفوعاً اخرجه ابن مردويه وابن عباس أيضاً عند ابن مردويه كذا في الدلائل۔

⑤ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি

রাত্রের কষ্ট সহ্য করিতে ভয় পায় (অর্থাৎ রাত্রি জাগরণ করতঃ ইবাদতে মশগুল হইতে অক্ষম) অথবা কৃপণতার কারণে মাল খরচ করা কঠিন হয় অথবা কাপুরুষতার কারণে জেহাদের হিম্মত হয় না, সে যেন ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বেশী বেশী করিয়া পড়ে। কেননা, এই কালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করার চাইতেও বেশী প্রিয়। (তারগীব ও তাবারানী)

ফায়দা : আল্লাহ তায়ালায় কত বড় মেহেরবানী ! যাহারা সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্যও সওয়াব ও উচ্চমর্যাদা লাভের দরজা বন্ধ করেন নাই। রাত্রি জাগরণ সম্ভব হয় না, কার্পণ্যের কারণে টাকা-পয়সা খরচ করা হয় না, কাপুরুষতার কারণে জেহাদের মত মোবারক আমল হয় না, এতদসত্ত্বেও যদি অন্তরে দ্বীনের কদর ও আশ্বেস্ততার ফিকির থাকে তবে তাহার জন্যও রাস্তা খোলা রহিয়াছে। তবুও যদি কিছু কামাই করিতে না পারে তবে ইহা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হইতে পারে ? পূর্বে এই বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(۶) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَنْعَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يُضَرُّهُ بَأْسُهُمْ بَدَأَتْ

مُحْضَرُّو کارِ شاہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمے میں سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں (کوئی خاص ترتیب نہیں) ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔

(رواه مسلم وابن ماجه والنسائي وزادوه من القرآن ورواه النسائي ايضا وابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريرة كذا في الترغيب وغز السيوطي حديث سمره الى احمد ايضا ورقعه له بالصحة وحديث ابي هريرة الى مسند الفردوس للدبيلي ورقعه له ايضا بالصحة)

৬ ছব্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম হইল চারটি কালেমা : ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’। এইগুলির মধ্যে যে কোনটি ইচ্ছা আগে এবং যে কোনটি ইচ্ছা পরে পড়া যাইতে পারে (কোন খাছ তরতীব নাই)। এক হাদীসে আছে,

এই কালেমাগুলি কুরআন পাকেও রহিয়াছে। (তারগীব : মুসলিম, নাসাঈ)

ফায়দা : অর্থাৎ কুরআন পাকেও এই কালেমাগুলি বহু জায়গায় আসিয়াছে। এইগুলি পড়ার হুকুম ও উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমরা ঈদসমূহকে এই সমস্ত কালেমা দ্বারা সুসজ্জিত কর। অর্থাৎ এইগুলি বেশী পরিমাণে পড়াই হইল ঈদের সৌন্দর্য।

۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الْفُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَوَّلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُرِ بِالذَّجَابِ الْمَلِكِيِّ وَالنَّعِيَةِ الْمَوْتِيِّ فَقَالَ مَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نَصَحِي وَيَصُومُونَ كَمَا فَصُومُ وَيَصَدَّقُونَ وَلَا تَصَدَّقُ وَيَتَّقُونَ وَلَا تَتَّقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَعْلِمُكُمْ شَيْئًا تَذْكُرُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْفُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبَحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُذَكِّرُ كُلَّ صَلَوةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ الْمَاتُورِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكُ

فَضَّلَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
 الدار بھاتیوں نے بھی سُن لیا اور وہ بھی یہی
 کرنے لگے حضورؐ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرماتے اس کو کون روک
 سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا اس میں حضورؐ کا ارشاد
 ہے کہ تمھارے لئے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا ہے سُبْحَانَ اللہ ایک مرتبہ کہنا
 صدقہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے صحابہؓ نے
 تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ بیوی سے ہم بستر میں اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ
 ہو جائے حضورؐ نے فرمایا اگر حرام میں مُبْتَلَا ہو تو گناہ ہو گا یا نہیں صحابہؓ نے عرض کیا ضرور
 ہو گا۔ ارشاد فرمایا اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔

(متفق علیہ و لیس قول ابی صالح الى اخره الا عند مسلم وفي رواية للبخاري
 تَسْبِحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحِيدُونَ عَشْرًا وَتَكْبُرُونَ عَشْرًا بَدَلْنَا
 وَثَلَاثِينَ كَذَا فِي الْمَشْكُوتَةِ وَعَنِ ابْنِ دُرٍّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ اِنْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ
 صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَحِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضٍ اَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِي
 اَحَدًا شَهْوَةٌ يَكُونُ لَهُ فِيهَا اَجْرٌ الْحَدِيثُ اخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَفِي الْبَابِ عَنْ
 ابْنِ الدَّرْدَاءِ عِنْدَ اَحْمَدَ)

۹) একদা গরীব মোহাজের সাহাবীগণ একত্র হইয়া হযূর সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন,
 ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনী লোকেরা সকল উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী
 নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা
 করিলেন, তাহা কেমন করিয়া? তাহারা আরজ করিলেন, নামায, রোযায
 তো তাহারা আমাদের সহিত শরিক রহিয়াছে, আমরাও করি তাহারাও
 করে; কিন্তু তাহারা মালদার হওয়ার কারণে ছদকা করে, গোলাম আজাদ
 করে; আর আমরা এইসব বিষয়ে অক্ষম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস
 বলিয়া দিব যাহার উপর আমল করিয়া তোমরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে
 ধরিয়া ফেলিবে এবং পরবর্তীদের হইতেও আগে চলিয়া যাইবে, আর কেহ
 এই আমলগুলি করা ব্যতীত তোমাদের চেয়ে উত্তম হইবে না? সাহাবীগণ
 আরজ করিলেন, নিশ্চয় আমরাদিগকে বলিয়া দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক নামাযের পর
 ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া

পড়িতে থাক। তাহারা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই জামানার
 মালদার লোকেরাও একই নমুনার ছিলেন, খবর জানিতে পারিয়া
 তাহারাও পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গরীব মোহাজেরগণ পুনরায় হযূর
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ
 করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মালদার ভাইয়েরাও ইহা শুনিয়া
 পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ
 ফরমাইলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান
 করেন, কে বাধা দিতে পারে? (বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসেও উক্ত ঘটনা অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হযূর
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের জন্যও
 আল্লাহ তায়ালা ছদকার সমতুল্য আমল রাখিয়াছেন। ছুবহানাল্লাহ
 একবার বলা ছদকা, আল-হামদুলিল্লাহ একবার বলা ছদকা, স্ত্রীর সহিত
 সহবাস করা ছদকা। সাহাবীগণ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া
 রাসূলুল্লাহ! স্ত্রীসহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়; ইহাও ছদকা হইয়া
 যাইবে! হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যদি
 সে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয় তবে কি তাহার গোনাহ হইবে না? সাহাবীগণ
 আরজ করিলেন, অবশ্যই হইবে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 ফরমাইলেন, এমনিভাবে হালালের মধ্যে ছদকা ও ছওয়াব রহিয়াছে।

(আহমদ)

ফায়দা : অর্থাৎ হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার নিয়তে স্ত্রীসহবাস
 নেকী ও ছওয়াবের কারণ হইবে। এই ঘটনা সম্পর্কিত অন্য এক হাদীসে
 স্ত্রী সহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে হযূর
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে
 যে,—‘বল দেখি—যদি সন্তান জন্ম লাভ করে অতঃপর সে যৌবনে পৌছে
 আর তোমরা তাহার সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ কর এমন সময় সে মারা
 যায়, তবে কি তোমরা ছওয়াবের আশা করিবে না? সাহাবীগণ বলিলেন,
 অবশ্যই ছওয়াবের আশা করিব। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 ফরমাইলেন, কেন? তোমরা কি তাহাকে পয়দা করিয়াছ? তোমরা কি
 তাহাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলে? তোমরা কি তাহাকে রিযিক দান
 করিয়াছিলে? না, বরং আল্লাহ পাকই পয়দা করিয়াছেন, তিনিই হেদায়াত
 দান করিয়াছেন, তিনিই রিযিক দিয়াছেন। অনুরূপভাবে সহবাসের দ্বারা
 তোমরা বীর্যকে হালাল স্থানে রাখিয়া থাক অতঃপর উহা আল্লাহ তায়ালায়
 কন্ডায় চলিয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে জিন্দা করেন অর্থাৎ উহা

د्वारा सन्तान पयदा করেন অথবা উহার মৃত্যু ঘটান সন্তান পয়দা করেন না।' এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, সহবাস সন্তান লাভের কারণ হয় বলিয়াই নেকী ও ছওয়াব পাওয়া যায়।

⑧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَقُلْتُ تَعْمَدُ وَتَعْمَدُ وَقَالَ ثَبَامُ الْهَيْئَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَمْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِطَرَفِ اس كُتْرَتِ سَ هُولِ بَحْتِنِ سَمْدَرِ كُ جِهَاجِ

الْبَحْنُ (رواه مسلم وكذا في مسند أحمد)

⑧ ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ছুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১ বার—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

পড়িবে সেই ব্যক্তির গোনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া যায়। (মিশকাত : মুসলিম)

ফায়দা : গোনাহসমূহের ক্ষমার ব্যাপারে পূর্বে কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এইসব গোনাহ বলিতে আলেমদের মতে ছগীরা গোনাহ বুঝায়। এই হাদীসে তিনটি কালেমা ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার আসিয়াছে। পরবর্তী হাদীসে দুই কালেমা ৩৩ বার করিয়া এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার আসিতেছে। হযরত জায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া পড়ার হুকুম করিয়াছিলেন। এক আনছারী সাহাবী স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, প্রত্যেকটি কালেমা পঁচিশবার করিয়া পড় এবং এইগুলির সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহও পঁচিশ বার পড়। ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট এই স্বপ্নের কথা আরজ করিলে তিনি ইহা কবুল করিয়া নেন এবং এইরূপ করার অনুমতি প্রদান করেন।

এক হাদীসে ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিন কালেমাকে প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করিয়া পড়ার হুকুম করা হইয়াছে। আরেক হাদীসে ১০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার বাকী তিন কালেমা প্রত্যেকটি ৩৩ বার বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত চার কালেমা ১০০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত রেওয়াযাত 'হিসনে হাসীন' কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংখ্যার এই পার্থক্য মানুষের বাহ্যিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে হইয়াছে। অবসর ও ব্যস্ততা হিসাবে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। যাহারা অন্যান্য জরুরী কাজে মশগুল থাকে তাহাদের জন্য কম সংখ্যা আর যাহারা অবসর তাহাদের জন্য বেশী নির্ধারণ করা হইয়াছে। মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত এই যে, হাদীসে যেই সমস্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিকে বজায় রাখা জরুরী। কেননা যেই জিনিস ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় উহাতে পরিমাণ ঠিক রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

⑨ عَنْ كَيْسِ بْنِ عُرْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْتَبَاتٌ لَا يَحِبُّبُ فَإِنَّهُمْ أَوْفَعُ لَهْنُ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَبِيحَةً وَثَلَاثُونَ تَحْسِيدَةً وَارْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً

(رواه مسلم وكذا في الجامع إلى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي ورواه بالضعف في الباب عن أبي الدرداء عند الطبراني)

⑨ ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, কতিপয় পশ্চাদগামী কালেমা এমন রহিয়াছে যে, যাহার পাঠকারী বিফল হয় না। সেই কালেমাগুলি হইল : প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। (মিশকাত : মুসলিম)

ফায়দা : এই কালেমাগুলিকে 'পশ্চাদগামী' হয়ত বা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এইগুলিকে নামাযের পর পড়া হয়। অথবা এইজন্য যে,

گوناہرے پر اے اہل بیت! پڑا کر دیا گوناہرے کو دینا دے و
میتا دیا دے۔ اٹھا اے اہل بیت! یہ، اے کلمہ گوناہرے ایک دین پر
آرے ایک پڑا دے۔ ہر ات آبا دادر (راہیہ) بولے، آما دے آرے
ناما دے پر سوبہانا لہا، آل-ہامدوللہا ۷۷ بار کر دیا اے و
آلہا آکبار ۷۸ بار پڑا دے کلمہ کر اے ہا دے۔

۱۰ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصَةَ رَفَعَهُ
أَمَّا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْبَلَ كَلَّةَ
يَوْمٍ مِثْلَ أَحَدِ عَمَلَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ كَلَّمُكُمْ يَسْتَطِيعُ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا قَالَ سُبْحَانَ
اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ۔
سُبْحَانَ اللَّهِ كَأَنَّكَ أَكْبَرُ مِنْ أَحَدٍ
كَأَنَّكَ أَكْبَرُ مِنْ أَحَدٍ۔
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَحَدٍ۔
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَحَدٍ۔

۱۱ عَنْ أَبِي سَلَامٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْثَ
خُصٍّ مَا أَتَقَلَّمُ فِي الْمِيزَانِ إِلَّا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى
لِلنَّبِيِّ النَّسْلِ فَيُجَنَّبُ۔

۱۲ عَنْ أَبِي سَلَامٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْثَ
خُصٍّ مَا أَتَقَلَّمُ فِي الْمِيزَانِ إِلَّا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى
لِلنَّبِيِّ النَّسْلِ فَيُجَنَّبُ۔

(جامع ترمذی - فہرست میں یحییٰ : ۲۸۰)

فہرست : ۲۸۱ اے اہل بیت! یہ، اے کلمہ گوناہرے ایک دین پر
آرے ایک پڑا دے۔ ہر ات آبا دادر (راہیہ) بولے، آما دے آرے
ناما دے پر سوبہانا لہا، آل-ہامدوللہا ۷۷ بار کر دیا اے و
آلہا آکبار ۷۸ بار پڑا دے کلمہ کر اے ہا دے۔

۱۱ عَنْ أَبِي سَلَامٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْثَ
خُصٍّ مَا أَتَقَلَّمُ فِي الْمِيزَانِ إِلَّا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى
لِلنَّبِيِّ النَّسْلِ فَيُجَنَّبُ۔

الحديث أخرجه أحمد في مسنده ورجال ثقاة في صحيح الترمذي ورجال
قال صحيح الإسناد وقره عليه الذم في ذكره في الجامع الصغير برواية البزار
عن ثوبان ورواية النسائي وابن حبان والحاكم عن أبي سفيان ورواية أحمد عن

48b

489

যাইবে। আর সমস্ত আসমান ও জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর দ্বিতীয় পাল্লায় এই পাক কালেমাকে রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ঝুঁকিয়া যাইবে। আর দ্বিতীয় যে কাজটি করিতে হইবে উহা হইল—‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী’ পড়া। কেননা, এই কালেমা সমস্ত মখলূকের এবাদত। আর ইহারই বরকতে সমস্ত মখলূককে রিযিক দান করা হয়। মখলূকের মধ্যে কোন জিনিস এমন নাই যে, আল্লাহর তাসবীহ পড়ে না কিন্তু তোমরা তাহাদের কথা বুঝিতে পার না।

আর যে দুই কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি, উহা হইল, শিরক ও অহংকার। কেননা, এই দুই কাজের কারণে আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে পর্দা পড়িয়া যায় এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের সহিতও পর্দা হইয়া যায়।

(তারগীব : নাসাঈ)

ফায়দা : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বর্ণনাতেও এই হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে তাসবীহ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কুরআন পাকের আয়াতেও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে :

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا كَيْدٌ مِّنْهُ

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৪৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে মেরাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আসমানসমূহের তাসবীহ পড়া শুনিয়াছেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের নিকট গমন করিলেন, যাহারা নিজেদের ঘোড়া ও উটের উপর দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা জানায়োরসমূহকে মিস্বর ও কুরসী বানাইও না। কেননা, অনেক জানায়োর আরোহণকারীদের হইতে উত্তম এবং তাহাদের চাইতে বেশী আল্লাহর যিকির করিয়া থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ক্ষেতের ফসলও আল্লাহর যিকির করে এবং ক্ষেতের মালিক উহার ছওয়াব লাভ করে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক পেয়ালা ‘ছারীদ’ (গোশত-রুটি মিশান এক প্রকার খাদ্য) পেশ করা হইল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, এই খাদ্য তাসবীহ পড়িতেছে। কেহ আরজ করিল, আপনি উহার তাসবীহ বুঝিতেছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হাঁ বুঝিতেছি। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, ইহা অমুকের নিকটে নিয়া যাও। তাহার নিকট নেওয়া হইলে সেও উহার তাসবীহ শুনিতে পাইল। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট এইরূপ করা হইলে

সেও শুনিতে পাইল। কেহ দরখাস্ত করিল, মজলিসের সকলকেই শুনানো হউক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি শুনিতে না পায় তবে লোকেরা তাহাকে গোনাহগার মনে করিবে। এইসব জিনিসের সম্পর্ক কাশফের সহিত। আর নবীগণের তো কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি) পুরাপুরিই হাসিল ছিল এবং থাকার কথাও। সাহাবায়ে কেরামেরও অনেক সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবতের বরকতে ও সান্নিধ্যের নূরের বদৌলতে কাশফ হাসিল হইত ; শত শত ঘটনা ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। সূফীগণেরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মোজাহাদার কারণে কাশফ হাসিল হয়। ফলে, তাঁহারা প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তুর তাসবীহ তাহাদের ভাষা ও কথাবার্তা বুঝিতে পারেন। কিন্তু মোহাক্কে মাশায়েখগণের মতে ইহা কামেল হওয়ার দলীল নয় এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভেরও কারণ নয়। কেননা যে কোন লোক মোজাহেদা করিয়া ইহা হাসিল করিতে পারে। চাই সেই ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল হউক বা না হউক। কাজেই মোহাক্কেগণ এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন না। বরং এই হিসাবে তাহারা ইহাকে ক্ষতিকর মনে করেন যে, প্রাথমিক দরজার সাধক যখন ইহাতে লাগিয়া যায়, তখন দুনিয়া পরিভ্রমণের এক আগ্রহ জন্মিয়া তাহার উন্নতির জন্য বাধা হইয়া যায়।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)-এর কোন এক খাদেম সম্পর্কে আমার জানা আছে, যখন তাহার কাশফের অবস্থা শুরু হইতে লাগিল, তখন হযরত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কিছুদিনের জন্য তাহার যিকির-আযকার বন্ধ করাওয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে এই অবস্থার উন্নতি হইতে না পারে। ইহা ছাড়া কাশফ দ্বারা অন্যের গোনাহসমূহ প্রকাশিত হইয়া অন্তর কলুষিত হওয়ার কারণ হয়। বিধায় এই সকল বুয়ুর্গণ ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চান। আল্লামা শারানী (রহঃ) মীজানুল কুবরা নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কাহাকেও ওজু করিতে দেখিলে ওজুর পানিতে ধৌত হইয়া যাওয়া গোনাহ দেখিতে পাইতেন এবং গোনাহটি কবীরা না ছগীরা অথবা মকরাহ না অনুত্তম তাহাও অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।

যেমন একবার তিনি কুফার জামে মসজিদের অজুখানায় উপস্থিত ছিলেন। এক যুবক অযু করিতেছিল। তিনি তাহার অজুর পানি দেখিয়া চুপে চুপে তাহাকে নসীহতস্বরূপ বলিলেন, বেটা! তুমি মা-বাপের নাফরমানী হইতে তওবা কর। তখন সে তওবা করিয়া নিল। আরেক

(তারগীব : আহমদ)

হযরত উস্মে সুলাইম (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ,

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جلّالہ و جبارہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آتے ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاح جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری بیخ اور تکمیل اور تحمید (بڑائی) بیان کرنے اور تعریف کرنے میں مشغول تھے ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا عرض

(١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ
 مَلَأَ كُرْسِيَّ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ
 يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا
 قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَادَدُوا هَلُمُّوا
 إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَحْمِلُونَهَا بِأَجْنَحَتِهِمْ
 إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا انْتَفَعُوا عَرَجُوا وَ
 صَدَدُوا إِلَى السَّمَاءِ فَيَبِئُ السَّمُورُ لَهُمْ
 وَهُوَ يَحْمِلُهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ
 جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ لِيَسْأَلَكَ
 بِكِبَرِكَ لِيَجِدَ ذَنبَكَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي
 فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ كَيْفَ لَرَأَوْنِي فَيَقُولُونَ
 لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً
 وَأَشَدَّ لَكَ تَعَجُّدًا وَكَثَرًا لَكَ
 نَسِيحًا فَيَقُولُ فَمَا يَأْلُونَ فَيَقُولُونَ
 يَا لَوْنَكَ الْجَنَّةُ فَيَقُولُ وَهَلْ
 رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ
 رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ أَتَاهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا

كَأَشَدَّ عَلَيْهَا حَرًّا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا
وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَبَعَثَ
يَسُودُذًا يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ وَهَلْ
رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ
لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا أَشَدَّ
لَهَا مَخَافَةً فَيَقُولُ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي
قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ
السَّمَاءِ مَكَّةَ فَلَمَّا لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا
جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَنْفَعُ
بِهِمْ حَلِيلُهُمْ
تھے عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انھوں نے جہنم کو
دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو ہے نہیں ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا عرض کرتے
ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھگتے اور بچنے کی کوشش کرتے ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ
رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص
اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا ارشاد
ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا اور ان
اس کو بھی بخش دیا

(رداء البخاری وصلو والیہم فی الاسماء والصفات کذا فی الدرر والمشفوة)

১৪) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইہি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন,
ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে, যাহারা পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে
থাকে। যেখানেই তাহারা আল্লাহর যিকিরকারী লোকদেরকে দেখিতে পায়,
তাহারা পরস্পর একে অপরকে ডাকিয়া সকলেই জমা হইয়া যায় এবং
যিকিরকারীদের চতুর্দিকে আসমান পর্যন্ত জমা হইতে থাকে। যখন ঐ
মজলিস শেষ হইয়া যায়, তখন তাহারা আসমানে উঠিয়া যায়। আল্লাহ
তায়াল্লা সবকিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা হইতে
আসিয়াছ? তাহারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের অমুক জামাতের
নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদে

(মহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসায়) মশগুল ছিল। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, তাহারা
কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ! তাহারা আপনাকে
দেখে নাই। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, তাহারা যদি আমাকে দেখিত, তবে কি
অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা আরও বেশী এবাদতে
মশগুল হইত এবং আরও বেশী আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন
হইত। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, তাহারা কি চায়? ফেরেশতারা আরজ
করে, তাহারা জান্নাত চায়। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, তাহারা কি জান্নাত
দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা তো জান্নাত দেখে নাই।
আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, তাহারা যদি জান্নাত দেখিত তবে কি অবস্থা
হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী শওক ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে
উহা পাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,
তাহারা কোন্ জিনিস হইতে পানাহ চাহিতেছিল? ফেরেশতারা আরজ
করে, তাহারা জাহান্নাম হইতে পানাহ চাহিতেছিল। আল্লাহ তায়াল্লা
বলেন, তাহারা কি জাহান্নাম দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে,
তাহারা জাহান্নাম দেখে নাই। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, যদি দেখিত তবে কি
অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী উহা হইতে পলায়ন
করিত এবং বাঁচার চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, আচ্ছা, তোমরা
সাক্ষী থাক আমি ঐ মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া দিলাম। এক
ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি ঐ মজলিসে ঘটনাক্রমে নিজের
কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিল; সে উহাতে শরীক ছিল না। আল্লাহ
তায়াল্লা বলেন, ইহা এমন মোবারক জামাত, যাহাদের সহিত
উপবেশনকারীও বঞ্চিত হয় না। (কাজেই তাহাকেও মাফ করিয়া দিলাম।)

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : এই ধরনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে,
ফেরেশতাদের একটি জামাত যিকিরের মজলিস, যিকিরকারী জামাত ও
ব্যক্তিদেরকে তালাশ করিতে থাকে। যেখানেই পায়, সেখানেই তাহারা
বসিয়া যায় এবং যিকির শুনিতে থাকে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের ৮ নম্বর
হাদীসে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়াল্লা
ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া যিকিরকারীদের কথা কেন আলোচনা
করেন, ইহার কারণও সেই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। মজলিসে
একব্যক্তি এমনও ছিল যে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসিয়াছিল।
ফেরেশতাদের এরূপ আরজ করার উদ্দেশ্য হইল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা।
কারণ এই সময় ফেরেশতারা সাক্ষীর পর্যায়ে রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত

লোকদের ইবাদত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই কারণে উক্ত ব্যক্তির অবস্থা ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ; যাহাতে কোনরূপ প্রশ্ন হইতে না পারে। কিন্তু ইহা আল্লাহ তায়ালা দয়া ও মেহেরবানী যে, যিকিরকারীদের বরকতে তাহাদের নিকট নিজ প্রয়োজনে উপবেশনকারীকেও মাহরুম করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (সূরা তওবা, আয়াত : ১১৯)

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।” (সূরা তওবা, আয়াত : ১১৯)

সূফীগণ বলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালা সঙ্গে থাক। যদি ইহা না হয় তবে ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গে থাক যাহারা আল্লাহ তায়ালা সঙ্গে থাকে। আল্লাহর সঙ্গে থাকার অর্থ হইল, যেমন সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা ফরমান, বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি করিতে থাকে, অবশেষে আমি তাহাকে আমার প্রিয়পাত্র বানাইয়া লই। আর যখন আমি প্রিয় বানাইয়া লই তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরে, তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে ; সে আমার নিকট যাহা চায় আমি তাহাকে দান করি।

আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত-পা হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, বান্দার সমস্ত কাজ আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য হয় ; তাহার কোন আমল আল্লাহর মজ্রির খেলাপ হয় না। ইতিহাসে বর্ণিত সূফীগণের অবস্থা ও তাহাদের বহু ঘটনা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এইসব ঘটনা এত বেশী পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। ‘নুজহাতুল বাসাতীন’ নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে এইসব অবস্থা ও ঘটনাবলী পাওয়া যায়।

শায়খ আবু বকর কাস্তানী (রহঃ) বলেন, একবার হজ্জ-মৌসুমে মক্কা মোকাররমায় কিছুসংখ্যক সূফী-সাধক সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সের ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)। উক্ত মজলিসে ‘আল্লাহর মহব্বত’ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল যে, আশেক কোন্ ব্যক্তি? তাহারা বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা বলিতেছিলেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) চুপ রহিলেন। সকলে তাঁহাকে বলিলেন, তুমিও কিছু বল। তিনি মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আশেক হইল ঐ ব্যক্তি, যে আমিত্বকে মিটাইয়া দিয়াছে, আল্লাহর যিকিরে আবদ্ধ

হইয়া গিয়াছে এবং উহার হক আদায় করে, অন্তর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা প্রতি দেখে, আল্লাহ তায়ালা হায়বতের নূর তাহার অন্তরকে জ্বলাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর যিকির তাহার জন্য শরাবের পেয়ালাস্বরূপ হইয়া যায়। সে কথা বলিলে তাহা আল্লাহরই কথা হয় ; যেন আল্লাহ তায়ালাই তাহার জবান দ্বারা কথা বলেন। নড়চড়া করিলে তাহাও আল্লাহরই হুকুমে। শান্তি পাইলে তাহাও আল্লাহরই সঙ্গে। যখন এই অবস্থা হইয়া যায় তখন তাহার খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ, কাজকর্ম সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হইয়া যায়। না দুনিয়ার রসম ও রেওয়াজের প্রতি তাহার কোন লক্ষ্য থাকে, না মানুষের গালমন্দ ও ধিক্বারের কোন পরওয়া সে করে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইযাব (রহঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী এবং বড় মোহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার খেদমতে আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়াহ নামক এক ব্যক্তি বেশী বেশী যাওয়া-আসা করিতেন। একবার তিনি কিছুদিন হাজির হইতে পারেন নাই। কয়েকদিন পর যখন তিনি হাজির হইলেন তখন হযরত সাঈদ (রহঃ) তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার বিবি মারা গিয়াছে তাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হযরত সাঈদ বলিলেন, আমাদেরকেও জানাইতে, আমরা জানাযায় শরীক হইতাম। কিছুক্ষণ পর আমি যখন মজলিস হইতে উঠিয়া রওনা হইলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পুনরায় বিবাহ করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হযরত ! আমার নিকট কে বিবাহ দিবে? আমার আমদানী ও সামর্থ্য মাত্র দু’ তিন আনার মত। তিনি বলিলেন, আমিই দিব। এই বলিয়া তিনি বিবাহের খুতবা পড়িলেন এবং সামান্য আট দশ আনা মহরের বিনিময়ে তাঁহার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। (হানাফীদের মতে যদিও আড়াই রূপীর কম মহর হইতে পারে না কিন্তু অন্য ইমামের মতে জায়েয আছে, তাহার নিকটও হয়ত জায়েয হইবে।) বিবাহের পর আমি রওয়ানা হইলাম। একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন, এই বিবাহে আমি কতটুকু আনন্দিত হইয়াছি ! খুশীতে চিন্তা করিতেছিলাম স্ত্রীকে উঠাইয়া আনার জন্য কাহার নিকট হইতে ধার করিব আর কি ব্যবস্থা করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঐ দিন আমি রোযা রাখিয়াছিলাম। মাগরিবের সময় রোযা ইফতার করিয়া নামাযের পর ঘরে আসিয়া বাতি জ্বলাইয়া রুটি আর যায়তুনের তৈল যাহা ছিল উহা খাইতে বসিলাম। এমন সময় কেহ যেন দরজায় করাঘাত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে? উত্তর আসিল, সাঈদ। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোন্ সাঈদ ; হযরতের দিকে

আমার খেয়ালই যায় নাই। কেননা চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি নিজের ঘর ও মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া আসা করেন নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)। আমি আরজ করিলাম, আপনি আমাকে ডাকাইতেন। তিনি বলিলেন, আমার আসাই সঙ্গত ছিল। আমি আরজ করিলাম, কি হুকুম বলুন। তিনি বলিলেন, আমার খেয়ালে আসিল, এখন তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে একাকী রাত্রিপাশ ঠিক নয়। তাই তোমার স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া তিনি নিজ কন্যাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কন্যা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ করিলাম এবং বাতির সামনে রাখা সেই রুটি ও তৈল যাহাতে তাহার নজরে না পড়ে, সেইখান হইতে সরাইয়া ফেলিলাম। আমি ঘরের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীদেরকে ডাকিলাম। লোকেরা জমা হইলে আমি বলিলাম, হযরত সাঈদ (রহঃ) তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন এবং এইমাত্র তিনি নিজে তাহার মেয়েকে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, সত্যই তাঁহার কন্যা তোমার ঘরে! আমি বলিলাম, হাঁ। এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। আমার মা-ও জানিতে পারিয়া তখনই আসিয়া বলিতে লাগিলেন, তিন দিনের মধ্যে যদি তুমি তাহাকে স্পর্শ কর তবে আমি তোমার মুখ দেখিব না। তিন দিনের মধ্যে আমরা ইহার জন্য প্রস্তুতি নিব। তিন দিন পর যখন ঐ মেয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তখন দেখিলাম, অত্যন্ত সুন্দরী, কুরআনের হাফেজা, সুন্নাতে রাসূল সম্পর্কেও অনেক বেশী জ্ঞান রাখে এবং স্বামীর হক সম্পর্কেও খুব সচেতন। এক মাস পর্যন্ত হযরত সাঈদ (রহঃ) ও আমার নিকট আসেন নাই এবং আমিও তাঁহার নিকট যাই নাই। এক মাস পর আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম, তখন মজলিসে লোকজন ছিল। আমি সালাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম। সমস্ত লোকজন চলিয়া যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মানুষটিকে কেমন পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, খুবই ভাল; এমন যে, আপনজন দেখিয়া খুশী হয় আর দুশমন দেখিয়া জ্বলিয়া মরে। তিনি বলিলেন, যদি অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখ তবে লাঠি দ্বারা শাসন করিও। আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন তিনি একজন লোক পাঠাইলেন, যে আমাকে চব্বিশ হাজার দেবহাম (প্রায় পাঁচ হাজার রুপী) দিয়া গেল।

এই মেয়েকে বাদশাহ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাঁহার পুত্র যুবরাজ ওলীদের জন্য চাহিয়াছিলেন কিন্তু হযরত সাঈদ (রহঃ) অসম্মতি

প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেই কারণে বাদশাহ আবদুল মালেক তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কোন অজুহাতে তাঁহাকে ভীষণ শীতের মধ্যে একশত বেত্রাঘাত করাইয়াছিল এবং কলসীভর্তি পানি তাঁহার উপর ঢালাইয়া দিয়াছিল।

(১৫) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَاطِلٍ لُوِيَ لَ فِي سَخِطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ حَالَكَ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَذٍ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ فَفَدَّ صَادَّ اللَّهُ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ بَدَّلَتْ مَوْثِقًا أَوْ مَوْثِقَةً حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَذَاةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالُوا لَيْسَ بِخَارِجٍ.

حُضُورِ اقدس صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللہ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ پڑھے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناامنی کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے اور جو اللہ کی کسی سزا میں غرور کرے (اور شرعی سزا کے ملنے میں حرج ہو) وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے وہ قیامت کے دن رَذَاةِ الْخَبَال میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر والوسط ورجا الصالح رجال الصبیح کذا فی مجمع الزوائد قلت اخرجه البوداد بدون ذکر التسبیح فیہ

(১৫) হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার’ পড়িবে সে প্রতি অক্ষরের बदলে দশটি করিয়া নেকী পাইবে। যে ব্যক্তি কোন ঝগড়ায় অন্যায়ের সাহায্য করে সে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে এবং শরীয়তসম্মত শাস্তি বিধান প্রতিবন্ধক হয় সে আল্লাহর সহিত মোকাবেলা করে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দিল তাহাকে কেয়ামতের দিন ‘রাদগাতুল খাবালে’ বন্দী করিয়া রাখা হইবে যে পর্যন্ত না সে এই অপবাদের দায় হইতে মুক্ত হইবে। আর সে এই দায়মুক্ত কিভাবে হইবে?

(মাঃ যাওয়ায়িদ : তাবারানী)

‘রাদগাতুল খাবাল’ ঐ কাদা যাহা জাহান্নামীদের রক্ত, পূজ ইত্যাদি জমা হইয়া সৃষ্টি হয়। কত মারাত্মক দুর্গন্ধময় ও কষ্টদায়ক জায়গা। যাহারা মুসলমানদের উপর অপবাদ দেয় তাহাদেরকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। আজ দুনিয়াতে কাহারো সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা মন্তব্য করা অতি সাধারণ ব্যাপার মনে হইতেছে। অথচ কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন মুখের প্রতিটি কথাকে প্রমাণ করিতে হইবে এবং শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী প্রমাণ করিতে হইবে দুনিয়াতে যেমন গায়ের জোরে ও মিথ্যা বানোয়ার দ্বারা অন্যকে চুপ করাইয়া দেওয়া হয় সেইখানে উহা মোটেও সম্ভব হইবে না। তখন বুঝিতে পারিবে আমরা কি বলিয়াছিলাম এবং পরিণাম কি দাঁড়াইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ বেপরোয়া হইয়া জ্বানে এমন কথা উচ্চারণ করিয়া বসে যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। এক হাদীসে আছে, মানুষ ঠাট্টা করিয়া লোকদেরকে হাসানোর জন্য এমন কথা বলে, যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামের ভিতরে আসমান হইতে জমিন পর্যন্ত দূরত্বে নিক্ষেপ করা হয়। ষ্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজকাল আপনি যে দোয়া

পড়িতেছেন, উহা পূর্বে কখনও পড়িতেন না। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা মজলিসের কাফফারা।

আরেক রেওয়াজাতেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে জ্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, এই শব্দগুলি মজলিসের কাফফারা এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) এইগুলি আমাকে বলিয়াছেন। (দুররে মানসুরঃ আবু দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা : হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মজলিস হইতে উঠিতেন, তখনই এই দোয়া পড়িতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এই দোয়া অনেক বেশী পড়িয়া থাকেন। হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, “যে ব্যক্তি মজলিস শেষ হওয়ার পর এই দোয়া পড়িবে, ঐ মজলিসে তাহার যত ভুল-ত্রুটি হইয়াছে উহা সব মাফ হইয়া যাইবে।”

মজলিসে সাধারণতঃ অহেতুক কথাবার্তা ও বেহুদা আলোচনা হইয়াই যায়। কত সংক্ষিপ্ত দোয়া যদি কোন ব্যক্তি এই সকল দোয়াসমূহের মধ্য হইতে কোন একটি দোয়া পড়িয়া লয় তবে সে মজলিসের ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া কত সহজ উপায় দান করিয়াছেন।

﴿۱۶﴾ عَنِ النَّبِيِّ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهْوًا دُونَ كَذِبِي النَّحْلِ يَذْكُرُونَ بِصَوْتٍ أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يُزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يَذْكُرُ بِهِ .

(رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد قال الذهبي موثق بن سالم قال البويعات منكر الحديث ولفظ الحاكم كروى الثعلبي يفتن بصاحبهن واخرجه يسند اخر وصححه على شرط مسلم واقروا عليه الذهبي وفيه كروى الثعلبي يذكرون بصاحبهن)

(১৭) ছযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যাহারা আল্লাহ তাযালার বড়ত্ব বর্ণনা করে অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তাহাদের এই কালেমাগুলি আরশের চারি পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে, উহাদের কারণে মৃদু গুঞ্জন হইতে থাকে এবং ইহারা স্বীয় পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ তাযালার নিকট সর্বদা তোমাদের আলোচনাকারী কেহ উপস্থিত থাকে—যাহারা তোমাদের প্রশংসা করিতে থাকে। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দাঃ যাহারা সরকারী উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সহিত সম্পর্ক রাখে, চেয়ারম্যান নামে পরিচিত তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, বাদশাহ নয় মন্ত্রীও নয় গভর্নর জেনারেলকেও বাদ দিন শুধু গভর্নরের নিকটও যদি তাহাদের প্রশংসা করা হয় তবে খুশীর অন্ত থাকে না, গর্বে আসমানে পৌঁছিয়া যায়। অথচ এই প্রশংসার দ্বারা না দ্বীনি ফায়দা আছে, না দুনিয়াবী ফায়দা। দ্বীনি ফায়দা না থাকা তো একেবারেই স্পষ্ট। আর দুনিয়াবী ফায়দা না হওয়ার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ এই ধরনের আলোচনার দ্বারা যত ফায়দা হইয়া থাকে উহার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই জাতীয় মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করিতে গিয়া হইয়া থাকে। জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া সূদী করজ লইয়া এই সমস্ত মর্যাদা হাসিলের চেষ্টা করা হয়। বিনা মূল্যের শত্রুতা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয়। সবধরনের অপমান ভোগ করিতে হয়। নির্বাচন ও ইলেকশনের সময় যে কি দশা হয় তাহা সকলেরই সামনে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ জালা জালালুহর আরশে আলোচনা সমস্ত বাদশাহদের বাদশাহ—তাঁহার দরবারে আলোচনা ঐ পবিত্র সত্তার দরবারে আলোচনা। যাহার কুদরতের হাতে দ্বীন, দুনিয়া ও কুল কায়েনাতে অণু-পরমাণু সবকিছু রহিয়াছে। ঐ কুদরতওয়ালার সামনে আলোচনা যাহার মুঠিতে বাদশাহদের দিল রহিয়াছে। শাসকদের ক্ষমতা তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সমস্ত লাভ-ক্ষতির একচ্ছত্র মালিক তিনিই। সমস্ত জগতের মানুষ, শাসক, শাসিত, রাজা-প্রজা একসাথে মিলিয়াও যদি কাহারও ক্ষতি করার চেষ্টা করে আর মহান রাজাধিরাজ যদি উহা না চাহেন তবে তাহারা কেহই একটি পশমও বাঁকা করিতে

পারিবে না। এমনভাবে যদি সমগ্র জগত মিলিয়া কাহারও উপকার করিতে চাহে আর আল্লাহ পাক না চাহেন তবে তাহারা এক ফোটা পানিও পান করাইতে পারিবে না। দুনিয়ার কোন সম্পদ কি এমন পবিত্র ও মহান সত্তার দরবারের প্রশংসার সমতুল্য হইতে পারে? দুনিয়ার কোন ইজ্জত কি সেই মহান দরবারের ইজ্জতের সমান হইতে পারে? কখনই নয়। তা' সত্ত্বেও যদি কেহ দুনিয়ার মর্যাদাকে মূল্যবান মনে করে তবে ইহা কি নিজের উপর জুলুম নয়?

①৪ عَنْ يُسَيْفَةَ دَكَانَتْ مِنْ
الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا سُوْلُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كُنْ
بِالنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرَاتِ وَالْمُهَاجِرَاتِ
بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُورَاتٌ مُسْتَطَفَاتٌ
لَا تَقْبَلْنَ فِتْنَتَيْنِ الرَّحْمَةِ -
مُسْئُورَاتٌ قَدْ دَسَّ وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّ كُنْ
سُؤْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كُنْ
بِالنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرَاتِ وَالْمُهَاجِرَاتِ
بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُورَاتٌ مُسْتَطَفَاتٌ
لَا تَقْبَلْنَ فِتْنَتَيْنِ الرَّحْمَةِ -
مُسْئُورَاتٌ قَدْ دَسَّ وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّ كُنْ
سُؤْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كُنْ
بِالنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرَاتِ وَالْمُهَاجِرَاتِ
بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُورَاتٌ مُسْتَطَفَاتٌ
لَا تَقْبَلْنَ فِتْنَتَيْنِ الرَّحْمَةِ -

رواه الترمذی والبوداؤد کذا فی مشکوٰۃ فی النہل اخرجہ ایضاً احمد والحاکم اه
وقال الذہبی فی تلخیصہ صحیح وکذا رفعہ بالصحۃ فی الجامع الصغیر ولبط صاحب
الاتحاف فی تخریجہ وقال عبد الله بن عمرو رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقعد النبي رواء البوداؤد والنسائي والترمذی وحسنه والحاکم کذا فی الاتحاف ولبط
فی تخریجہ ثور قال قال الحافظ معنى العقد المذكور فی الحديث احصاء العدد وهو
اصطلاح العرب بوضع بعض الانامل علی بعض عقد امثلة اخرى فالاحاد والعشرات
باليسين والثلون والالاف باليسار اه

①৫ হয়রত ইউছাইরাহ (রাযিঃ) হিজরতকারিণী সাহাবিয়াগণের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, হয়র আকাদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া), তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহর

পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়া) তোমরা নিজেদের উপর জরুরী ও বাধ্যতামূলক করিয়া লও এবং আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা করিয়া পড়। কেননা, কেয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, উহাদের নিকট জবাব চাওয়া হইবে যে, কি আমল করিয়াছে। এবং জবাব দেওয়ার জন্য উহাদেরকে কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে। আর তোমরা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

(মিশকাত : তিরমিযী, আবু দাউদ)

ফায়দা : কেয়ামতের দিন মানুষের শরীরকে, তাহার হাত, পা-কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি কি নেক আমল করিয়াছে আর কি কি নাজায়েয ও অন্যায় কাজ করিয়াছে। কুরআনে পাকে বিভিন্ন স্থানে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক আয়াতে আছে :

يَوْمَ نَنفَعُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ الْآيَةَ

অর্থাৎ, যেই দিন তাহাদের জবান, তাহাদের হাত ও পা তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ সকল কার্যসমূহের (অর্থাৎ গোনাহসমূহের) সাক্ষ্য দিবে, যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিত। (সূরা নূর, আয়াত : ২৪)

আরও এরশাদ হইয়াছে :

وَيَوْمَ يُنْفَخُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ الْآيَةَ

(সূরা হা'মীম সিজদাহ, আয়াত : ১৯)

এই জায়গায় কয়েকটি আয়াতে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে যাহার অর্থ এই যে, যেদিন (অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে) আল্লাহর দুশমনদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে। এক জায়গায় থামাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর যখন তাহারা জাহান্নামের নিকটে আসিয়া যাইবে তখন তাহাদের কান, তাহাদের চক্ষু, তাহাদের শরীরের চামড়া তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (এবং বলিবে, এই ব্যক্তি আমাদের দ্বারা কি কি গোনাহ করিয়াছে।) তখন তাহারা (আশ্চর্যের সহিত) উহাদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই ভোগবিলাসের জন্য গোনাহ করিতাম। উহারা জবাবে বলিবে, আমাদেরকে সেই পবিত্র আল্লাহ তায়ালা কথা বলিবার শক্তি দিয়াছেন যিনি দুনিয়ার সবকিছুকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন। তিনিই তোমাদেরকেও প্রথমবার পয়দা করিয়াছিলেন এখন আবার তাঁহারই নিকট তোমরা ফিরিয়া আসিয়াছ।

হাদীসসমূহে এই সাক্ষ্য দেওয়ার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে—“কেয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তি নিজের বদ আমলসমূহ জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, আমি গোনাহ করি নাই। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশী তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সে বলিবে, তাহারা শত্রুতা করিয়া মিথ্যা বলিতেছে। পুনরায় বলা হইবে, তোমার আত্মীয়-স্বজন সাক্ষ্য দিতেছে। সে তাহাদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে। অতঃপর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী বানানো হইবে।” এক হাদীসে আছে, “সর্বপ্রথম উরু সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, কি কি অন্যায় কাজ তাহার দ্বারা করানো হইয়াছিল।”

এক হাদীসে আছে—“পুলসিরাতের উপর দিয়া সর্বশেষ যে ব্যক্তি পার হইবে সে এমনভাবে উঠিয়া-পড়িয়া পার হইতে থাকিবে যেমন ছোট বাচ্চাকে পিতা যখন মারিতে থাকে তখন সে কখনও এদিক কখনও ওদিক পড়িয়া যায়। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, তুমি যদি সোজা চলিয়া পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে পার তবে কি তোমার সমস্ত আমলের কথা বলিয়া দিবে? সে ওয়াদা করিয়া বলিবে, আমি সবকিছু সত্য সত্য বলিয়া দিব। এমনকি আল্লাহ তায়ালা ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিবে যে, আমি কোনকিছু গোপন করিব না। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং চলিতে থাক। সে অতি সহজে পুলসিরাত পার হইয়া যাইবে এবং পার হওয়ার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আচ্ছা এখন বল। সে ব্যক্তি চিন্তা করিবে, যদি আমি স্বীকার করিয়া ফেলি তবে এমন না হয় যে, আমাকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য সে পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং বলিবে, আমি কোন গোনাহ করি নাই। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, আমরা যদি সাক্ষী উপস্থিত করি? তখন সে এদিক-সেদিক দেখিবে যে, আশেপাশে কোন লোক নাই। সে মনে করিবে যে, এখন সাক্ষী কোথায় হইতে আসিবে, সকলেই তো নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। কাজেই সে বলিবে, আচ্ছা সাক্ষী আন। তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে এবং উহারা বলিতে শুরু করিবে। বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে এবং নিজেই বলিবে যে, আমার আরও অনেক মারাত্মক গোনাহ বাকী রহিয়াছে যেইগুলি বর্ণনা করা হয় নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, যাও, আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম।”

মোটকথা, এই সমস্ত কারণে মানুষের উচিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বেশী বেশী নেক আমল করা। যাহাতে উভয় প্রকারের সাক্ষী মিলিতে পারে। এই

কারণেই উপরোক্ত হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে গণনা করার হুকুম করিয়াছেন। এমনভাবে অন্যান্য হাদীসে মসজিদে বেশী বেশী আসা-যাওয়া করিতে হুকুম করিয়াছেন। কেননা, এই পদচিহ্নসমূহও সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং উহার সওয়াব লেখা হয়। কত সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য গোনাহের কোন সাক্ষীই নাই, কেননা কোন গোনাহই করে নাই, অথবা তৌবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ লইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে সৎকাজ ও নেকীর সাক্ষী শত সহস্র রহিয়াছে। ইহা হাসিল করার সহজ পন্থা হইল, যখনই কোন গোনাহ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিবে। কেননা, তওবা দ্বারা গোনাহ মুছিয়া যায়। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে আর নেক আমলসমূহ বাকী থাকিয়া যায়, ইহার সাক্ষীও থাকে এবং যেইসমস্ত অঙ্গ দ্বারা নেক আমলগুলি করা হইয়াছে উহারাও সাক্ষ্য প্রদান করে। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তসবীহ গণনা করিতেন।

ইহার পর উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল থাকার কারণে আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করার ভয় দেখানো হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে বঞ্চিত থাকে তাহারা আল্লাহর রহমত হইতেও বঞ্চিত থাকে। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে, ‘তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে (রহমতের সহিত) স্মরণ করিব।’ আল্লাহ তায়ালা নিজের স্মরণকে বান্দার স্মরণের সহিত শর্তযুক্ত করিয়াছেন। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে :

وَمَنْ يَتَسَنَّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقِصْ لَهُ شَيْطَانًا مُّؤْمَرًا فَرِيضًا ۚ وَاللَّهُ لِيَصُدُّهُ ۚ
عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُّتَدَوِّنٌ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির হইতে (কুরআন পাক হউক বা অন্য কোন যিকির হউক—জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া যায়, আমি তাহার উপর এক শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই। ঐ শয়তান সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। আর ঐ শয়তান তাহার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে লইয়া ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে সোজা পথ হইতে সরাইতে থাকে। আর তাহারা ধারণা করে যে, আমরা হেদায়েতের উপর আছি। (সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩৬-৩৭)

হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে একটি শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে। কাফেরের সহিত এই শয়তান সর্বাবস্থায় থাকে। খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ সকল অবস্থাতেই তাহার সহিত থাকে। কিন্তু মোমেনের নিকট হইতে সেই শয়তান কিছুটা দূরে থাকে এবং অপেক্ষা করিতে থাকে—যখনই তাহাকে যিকির হইতে একটু গাফেল পায় তখনই হামলা করিয়া বসে। অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

সূরার শেষ পর্যন্ত
(সূরা মুনাফিকুন)

(সূরা মুনাফিকুন)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (এমনিভাবে অন্যান্য জিনিস) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া না দেয়। আর যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৯) আমি (ধন-সম্পদ) যাহাকিছু তোমাদেরকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া লও ঐ সময় আসিয়া পড়ার পূর্বেই যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিয়া হাজির হইবে আর যখন দুঃখ ও আফসোসের সহিত বলিবে, হে আমার পরোয়ারদেগার ! কিছুদিনের জন্য আমাকে সুযোগ দিলেন না কেন ; যাহাতে আমি দান-খয়রাত করিয়া লইতাম এবং আমি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। আল্লাহ তায়ালা কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে আর সুযোগ দেন না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত আছেন। (অর্থাৎ যেমন করিবে ভাল অথবা মন্দ তেমনই ফল পাইবে।)

আল্লাহ তায়ালার এমনও বান্দা রহিয়াছেন, যাহারা কখনও যিকির হইতে গাফেল হন না। হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, আমি এক জায়গায় দেখিলাম—একজন পাগল লোককে দুষ্ট ছেলেরা ঢিল মারিতেছে। আমি তাহাদেরকে ধমকাইলাম। ছেলেরা বলিতে লাগিল, এই লোকটি বলে আমি আল্লাহকে দেখি। এই কথা শুনিয়া আমি পাগলের নিকটে গেলাম ; তখন সে কি যেন বলিতেছিল। খুব খেয়াল করিয়া শুনিলাম, সে বলিতেছে, তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ যে, ছেলেদেরকে আমার পিছনে লেলাইয়া দিয়াছ। আমি বলিলাম, এই ছেলেরা তোমার উপর একটি অপবাদ দিতেছে। সে বলিল, কি বলে? আমি বলিলাম, তাহারা বলে, তুমি আল্লাহকে দেখ বলিয়া দাবী কর। এই কথা শুনিয়া সে এক চিৎকার দিয়া বলিল, শিবলী! ঐ পাক যাতের কসম, যিনি আমাকে আপন মহব্বতে ভগ্নাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কখনও তিনি আমাকে নিজের

কাছে আবার কখনও দূরে রাখিয়া উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সামান্য সময়ের জন্যও তিনি আমার নিকট হইতে গায়েব হইলে (অর্থাৎ উপস্থিতি হাসিল না থাকিলে) আমি বিচ্ছেদ বেদনায় টুকরা টুকরা হইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া সে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া এই কবিতা পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল :

خَيَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرُكَ فِي فِتْنِي
وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ

“তোমার চেহারা আমার চোখে বিরাজমান, তোমার যিকির আমার জ্বানে সর্বদা উচ্চারিত, তোমার ঠিকানা আমার অন্তরে অবস্থিত, সুতরাং তুমি কোথায় গায়েব হইবে।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাকে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করিল। তিনি বলিলেন, আমি ইহা কোন সময়ই ভুলি নাই অর্থাৎ ইহা ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করাও যে কখনও ভুলিয়াছে।

হযরত মামশাদ (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার এন্তেকালের সময় নিকটে বসা এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য দোয়া করিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জান্নাতের অমুক অমুক নেয়ামত দান করুন। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবৎ জান্নাত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জাসহ আমার সামনে প্রকাশ হইতেছে। তথাপি আমি একবারও আল্লাহ তায়ালা হইতে নজর হটাইয়া ঐ দিকে তাকাই নাই।

হযরত রোয়াইম (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাকে কালেমা তালকীন করিলে তিনি বলিলেন, আমি এই কালেমা ছাড়া অন্য কিছু ভাল করিয়া জানিই না।

আহমদ ইবনে খাজরাভিয়া (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, পঁচানব্বই বৎসর যাবৎ একটি দরজায় করাঘাত করিতেছি ; আজ সেই দরজা খুলিবার সময় আসিয়াছে। জানি না উহা সৌভাগ্যের সহিত খুলিবে নাকি দুর্ভাগ্যের সহিত ; এখন আমার কোন কথা বলার অবসর কোথায়।

۱۹) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا
 بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز
 کے وقت اُن کے پاس سے نماز کے لئے

اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ فرماتی ہیں کہ
 حضور اقدس ﷺ صبح کی نماز
 کے وقت اُن کے پاس سے نماز کے لئے

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একজন মহিলা সাহাবিয়ার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে খেজুরের বীচি অথবা কংকর রাখা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পড়িতেছিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিব কি যাহা ইহা হইতে সহজ অর্থাৎ কংকর দ্বারা গণনা করা হইতে সহজ হয়। অথবা এরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে উত্তম হয়। তাহা হইল :

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

“আমি আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি, আসমানে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, জমিনে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, এই দুইয়ের মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানে সৃষ্ট মখলুকের সমপরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ যাহা তিনি সৃষ্টি করিবেন। আর ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ ‘আল্লাহু আকবার’, ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ এবং ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ঐ সব কিছুর সমপরিমাণ ‘ওয়া লা-হাওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ’।” (মিশকাত : আবু দউদ, তিরমিযী)

ফায়দা : মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এইভাবে তসবীহ উত্তম হওয়ার অর্থ হইল, উল্লেখিত শব্দগুলি সহ যিকির করার দ্বারা আলোচ্য অবস্থা ও গুণাবলীর দিকে মন আকৃষ্ট হইবে। আর ইহা বলা বাহুল্য যে, চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান যত বেশী হইবে যিকির তত উত্তম হইবে। এইজন্যই চিন্তা ও ফিকিরের সহিত কুরআনের অল্প তেলাওয়াত চিন্তা-ফিকির ব্যতীত বেশী তেলাওয়াত হইতে উত্তম। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, এই ধরনের যিকির উত্তম হওয়ার কারণ হইল, এইগুলিতে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা গণনার ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা বান্দার পরিপূর্ণ আব্দীয়ত অর্থাৎ দাসত্বের পরিচয়। এইজন্য কোন কোন সূফী বলিয়াছেন—‘অসংখ্য-অগণিত গোনাহ করিতেছ অথচ আল্লাহর নাম গণিয়া গণিয়া সীমিত সংখ্যায় লইতেছ!’ ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর

নাম গণনা করা উচিত নয়। যদি তাহাই হইত তবে বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় তসবীহ গণনা করিয়া পড়ার কথা কেন বলা হইয়াছে? অথচ বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপর বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে। বরং উহার অর্থ হইল কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যাকে যথেষ্ট মনে করা চাই না। অতএব নির্দিষ্ট সময়ের ওযিফা আদায়ের পর অবসর সময়ে যতসম্ভব অগণিত সংখ্যায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা চাই। কেননা, ইহা এত বড় সম্পদ যাহা সংখ্যার ধরা বাঁধা সীমারও উর্ধ্বে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুতায় গাঁথা প্রচলিত তসবীহ জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে বেদআত বলিয়াছেন কিন্তু ইহা সঠিক নয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীচি অথবা কংকর দ্বারা গণনা করিতে দেখিয়া কোনরূপ বাধা বা অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কাজেই মূল বিষয়টি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতায় গাঁথা বা না গাঁথার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এইজন্যই সমস্ত মাশায়েখ ও ফকীহগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) এই সম্পর্কে ‘নুজহাতুল ফিকার’ নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস প্রচলিত তাসবীহ জায়েয হওয়ার সহীহ দলীল। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত খেজুরের বীচি ও কংকরের সাহায্যে তাসবীহ পড়িতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ইহা একটি শরীয়তসম্মত দলীল। আর সুতায় গাঁথা ও খোলা থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই কারণে যাহারা ইহাকে বেদআত বলেন, তাহাদের উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।

সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় প্রচলিত তসবীহকে শয়তানের জন্য চাবুক স্বরূপ বলা হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছার পরও তাহার হাতে তসবীহ দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে তসবীহের সাহায্যে আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি, উহাকে আমি কি করিয়া ছাড়িতে পারি?

বহু সাহাবায়ে কেরাম হইতে ইহা বর্ণিত আছে, তাহাদের নিকট খেজুরের বীচি অথবা কংকর থাকিত। তাহারা উহা দ্বারা গণনা করিয়া তাসবীহ পড়িতেন। হযরত আবু সাফিয়্যাহ সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি কংকর দ্বারা গণনা করিয়া তসবীহ পড়িতেন। হযরত সাঈদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে খেজুরের বীচি ও কংকর উভয়টি দ্বারা গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতেও

کھکر دھارآ تاسوہہ گننا کرآ برنیت ہئیرآھے۔ ’میرکات’ کیتاے لیتآ ہئیرآھے، ہیرت آو ہرایرا (رایہ)۔ر نیکٹ گیرآ لآگآنو آکٹ سوتا آیل اہا دھارآ تین گننا کریتن۔ آو داؤد شریفے آھے، ہیرت آو ہرایرا (رایہ)۔ر نیکٹ آھجورے ریت آ کھکر آرت آکٹ آلی آیل، تین اہا دھارآ تاسوہہ پڑیتن۔ یآن آلی آلی ہئیرآ یآیت تآن آآہر آآدی آوار آریآ آآہر نیکٹ رآآیرآ دیت۔ آرتآ تاسوہہ گننآر گنآ آلی ہئیتے آآہر کریتے آآکیتن۔ آہآے آلی آلی ہئیرآ یآیت۔ آتہر آآدی سہگولیکے آکتر کریرآ آوار آریآ رآآیت۔

ہیرت آو دآردا (رایہ) ہئیتے اہا برنیت ہئیرآھے یے، آآہر آکٹ آلی آیل۔ فآرےر نآمآ پڑیرآ تین آہ آلی نیرآ بسیتن آےآ آلی آلی نآ ہوتا یرآنت بسیرآ پڑیتے آآکیتن۔ آیر سآلآلآ آلآلآ آلآلآ آیرآ سآلآلآمےر گولآم ہیرت آو سآفیرآھ (رایہ)۔ر سآمنے آکٹ آآمڈآ آھآنو آآکیت۔ اہآر اهر بر آھ کرآ رآآ آآکیت۔ تین آولآ آرتآ دهر یرآنت آہگول دھارآ پڑیتے آآکیتن۔ یآن دهر ہئیرآ یآیت آ آآمڈآ اٹآیرآ نوتا ہئیت۔ آر تین آنآ یرآآآنیر کآجے لآگیرآ یآیتن۔ آآہرےر نآمآےر یر پونرآ اہا آھآیرآ دوتا ہئیت آےآ سآآآ یرآنت تین اہا پڑیتے آآکیتن۔ ہیرت آو ہرایرا (رایہ)۔ر یر برنآ کرےن، آآمآر دآدآر نیکٹ آکٹ سوتا آیل۔ اہآے دہ آآآر گیرآ لآگآنو آیل۔ تین اہآر تاسوہہ نآ پڑآ یرآنت آومآیتن نآ۔ ہیرت آوسآن (رایہ)۔ر کنآ ہیرت آآتےمآ (رہ) سآآرکے برنیت آھے، آآہر نیکٹ بر گیرآ لآگآنو آکٹ سوتا آیل۔ اہا دھارآ تین تاسوہہ پڑیتن۔

سوفیرآے کیرآمےر نیکٹ تاسوہہکے ’مؤآآککیرآ’ (سمرگ کرآیرآ دیرآر بسآ) بآآ ہر۔ کیننآ، اہا آآے نیلے آمنیتےہ کھ نآ کھ پڑیتے منے آآر۔ کآجےہ اہا یےن آآلآہر نآم سمرگ کرآیرآ دیر۔ آہ سآآرکے ہیرت آآلی (رایہ) ہئیتے آکٹ آآدیس آ برنیت آھے، آیر سآلآلآ آلآلآ آلآلآ آیرآ سآلآلآم آرشآد فرمآیرآھن، تاسوہہ کتہ نآ اؤتوم مؤآآککیرآ آآ سآرک۔ ہیرت مآولآنآ آو دول آہ (رہ) آہ سآآرکے آکٹ موسآلآل آآدیس برنآ کریرآھن آرتآ مآولآنآ آو دول آہ (رہ) ہئیتے اهر یرآنت آکےر یر آک سکل اؤتآدہ آآہر شآرےدکے آکٹ کریرآ تاسوہہ دن کریرآھن آےآ

اہآے پڑآر آنومآ دیرآھن۔ اهرےر دیکے آہ دھارآ ہیرت آونآد بآگدآدی (رہ)۔آر آک شآرےد یرآنت یرآھے۔ تین بلےن، آآم آآمآر اؤتآد ہیرت آونآد (رہ)۔آر آآے تاسوہہ دھیرآ آآآسآ کرلآم، آآن آت اؤ آرآآ لآآےر یر آتاسوہہ آآے رآآن؟ تین بلیلےن، آآم آآمآر اؤتآد سیرری آآکآی (رہ)آر آآے تاسوہہ دھیرآ آہ یرآہہ کریرآآیلآم یآآ آوم کرلے۔ تین بلیلآھن، آآم آآمآر اؤتآد مآرآف کآرآی (رہ)۔آر آآے تاسوہہ دھیرآ آہ یرآہہ کریرآآیلآم۔ تین بلیلےن، آآم آآمآر اؤتآد یرشے آآکی (رہ)۔آر آآے تاسوہہ دھیرآ آہ یرآہہ کریرآآیلآم۔ تین بلیلآھلےن، آآم آآمآر اؤتآد اومر مککی (رہ)۔آر آآے تاسوہہ دھیرآ آہ یرآہہ کریرآآیلآم۔ تین بلیلآھلےن، آآم آآمآر اؤتآد (سمنت آشآیرآ مآشآےآدےر سردآر) ہیرت آآسآن بسری (رہ)۔آر آآے تاسوہہ دھیرآ آآرآ کرلآم، آآن آت اؤ آرآآر آدیکآری ہوتا سآآے آآنآر آآے تاسوہہ رھیرآھے۔ تین بلیلآھلےن، آآم آآسآؤفےر شورآے اہا دھارآ کآ لہیرآآیلآم آےآ اہا دھارآ اؤنآ لآآ کریرآآیلآم۔ آآن شے آوآآر اہآکے آڈیرآ دیتے منے آآر نآ۔ آآم آآہ۔دیلے، آوآنے، آآے سآرآے آآلآہر یرکیر کر۔ آوآآ مؤآآدےسگنرے دؤآیتے اؤآ برنآر اهر آآآتے کرآ ہئیرآھے۔

حضرت علیؑ نے اپنے ایک گرسے فرمایا
کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہؑ کا جو
مضمون کی صاحبزادی اور سب گھروالوں میں
زیادہ لادلی تھیں قصہ سناتوں؟ انہوں
نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود
چلی بیٹھی تھیں جس سے ہاتھوں میں گئے
پڑ گئے تھے اور خود ہی مشک بھر کر
لاٹی تھیں جس سے سینہ پر رستی کے
نشان پڑ گئے تھے خود ہی بھاڑ دیتی تھیں
جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے
ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

۲۰ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ الْا
اَحَدُكُمْ عَجَى وَعَنْ فاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكانت من احب اهلها اليه
فلتت بلى قال انها جرت بالرجل
حتى اثرت في يدها واستقت بالفرجة
حتى اثرت في نحرها وكنت البيت
حتى اغبرت ثيابها فآلى النبي
صلى الله عليه وسلم وسألوهما فقلت
لو انكيت اباك فسا لته خاوما فانت
فوجدت عنده جذا انا فرجعت

مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَىٰ أَثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْسِيدَةً وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

وہ کہتی ہیں کہ ہم دوہرہیں اور حضور کی بیٹی فاطمہ تینوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور اپنی مشقت اور وقتیں ذکر کے ایک خادم کی طلب کی حضور نے فرمایا خادم دینے میں تو بدر کے تیمم سے مقدم میں ہیں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں ہر نماز کے بعد یہ تینوں کہے یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ ۳۳ مرتبہ اور ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھ لیا کرو یہ غلام سے بہتر ہے۔

(رواہ ابوداؤد فی الجامع الصغیر بروایۃ ابن مسنۃ عن جلیس کان یا مرنسائہ اذا ارادت احدا من ان تمام ان تحمد الحدیث ورقعہ بالضعف)

(۲۵) ہयरत आली (रायिः) तौहार एक शागरेदके बलिलेन, आमि तोमाके आमार एव९ आमार श्त्री, नबी करीम साल्लासाल्हा आलाइहि ओयासाल्लामेर प्रियतमा कन्या हयरत फातेमा (रायिः) - र घटना शुनाइव कि? तिनि आरज करिलेन, अवश्यइ शुनान। हयरत आली (रायिः) बलिलेन, हयरत फातेमा (रायिः) निज हाते याता चालाहतेन। यदरुन हाते गिट पडिया गियाहिल। निजेइ मशक भरिया पानि बहन करिया आनितेन। यदरुन बूकेर उपर रशिर दाग पडिया गियाहिल। निज हाते घर बाडू दितेन। फले, कापड़-चोपड़ मयला हइया थाकित। एकवार हयर साल्लासाल्हा आलाइहि ओयासाल्लामेर निकट किछू गोलाम ओ बाँदी आसियाहिल। आमि हयरत फातेमा (रायिः) के बलिलाम, पितार निकट हइते यदि एकजन खादम चाहिया आनिते तवे डाल हइत एव९ तोमार कष्ट किछुटा लाघव हइत। तिनि गेलेन हयर साल्लासाल्हा आलाइहि ओयासाल्लामेर खेदमते, लोकजन भर्ति छिल देखिया फिरिया चलिया आसिलेन। परदिन हयर साल्लासाल्हा आलाइहि ओयासाल्लाम निजेइ तशरीफ आनिलेन एव९ बलिलेन, तूमि काल कि जन्य गियाहिले? हयरत फातेमा (रायिः) चुप करिया रहिलेन (लज्जाय किछू बलिते पारिलेन ना)। (हयरत आली (रायिः) बलेन) आमि आरज करिलाम, इया रासूलाल्हा! याँता पिषार कारणे ताहार हाते दाग पडिया गियाछे, पानि

فَأَمَّا مَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتِكَ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أَحَدُتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَرَتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرْتُ فِي يَدِهَا وَحَلَنْتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرْتُ فِي نَحْوِهَا فَلَمَّا أَنَّ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتَهَا أَنْ تَأْتِيكَ فَتَسْتَعْدِمَكَ خَادِمًا يَفِيهَا حَرَمًا هِيَ فِيهِ قَالَ إِنَّكَ اللَّهُ يَا فَاطِمَةُ وَأَدْنَىٰ فَرِيضَةِ رَبِّكَ وَأَعْلَىٰ عَمَلِ أَهْلِكَ فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَمَلَكَ مَائَةً فَهِيَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ وَعَنِ رَسُولِهِ (اخرجه ابوداؤد) وفي الباب عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الْعُمَرِيُّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْضْبَاعَةَ ابْنَتِي الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيًّا فَذَهَبَتْ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَكُونُ فِيهِ وَسَأَلْنَا لَا أَنْ يَأْمُرَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبِيحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِّحْكُنَّ بِذِكْرِ اللَّهِ لَكُنَّ سَادَاتُكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ

خدمت میں کچھ لوٹدی غلام آتے میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو تو اچھا ہے سہولت ہے گی وہ گئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا جمع تھا اس لئے واپس چلی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھیں وہ چپ ہو گئیں (شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں) میں نے عرض کیا حضور چلی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے ہمشیکرہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے بھراؤ دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں کل آپ کے پاس کچھ لوٹدی غلام آئے تھے اس لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے حضور نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو اور جب سونے کے لئے لیٹو تو سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ مرتبہ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ مرتبہ اور اَللّٰهُ اَکْبَرُ ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے بہتر ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول (کی تجویز) سے راضی ہوں دوسری حدیث میں حضور کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے

ভর্তি মোশক বহন করিয়া আনার কারণে বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকে। গতকাল আপনার নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী আসিয়াছিল সেইজন্য আমি নিজেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম একজন খাদেম চাহিয়া আনার জন্য। যাহাতে তাঁহার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। তোমার ফরয আদায় করিতে থাক। আর ঘরের কাজকর্ম করিতে থাক। আর যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন কর তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িয়া নিও। ইহা খাদেম হইতে উত্তম আমল। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালা (তাকদীর) ও তাহার রাসুলের (ফয়সালার) উপর সন্তুষ্ট আছি। (আবু দাউদ)

আরেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোনদের ঘটনাও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, আমরা দুই বোন এবং হুযূরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) সহ তিনজন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং নিজেদের কষ্ট ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া একজন খাদেম চাহিলাম। তখন তিনি এরশাদ ফরমাইলেন—‘বদর যুদ্ধে যাহারা শহীদ হইয়াছে তাহাদের এতীম সন্তানরা খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে বেশী হক রাখে। আমি তোমাদের জন্য খাদেমের চাইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিতেছি—তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিনটি কালেমা তেত্রিশবার করিয়া পড় আর একবার এই কালেমা পড়িয়া লও—ইহা খাদেম হইতে উত্তম।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَيَاةُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ফায়দা : হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের লোকদেরকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে এই সমস্ত তসবীহ পড়ার জন্য হুকুম করিতেন। এক হাদীসে আছে—‘হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিদেরকে শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার করিয়া পড়িতে বলিতেন।’

উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াবী কষ্ট ও পরিশ্রমের মোকাবেলায় এই সমস্ত তসবীহ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার বাহ্যিক কারণ একেবারে স্পষ্ট যে, মুসলমানের জন্য দুনিয়াবী কষ্ট ও

পরিশ্রম ভ্রক্ষেপ করার বিষয় নয়; বরং তাহার জন্য জরুরী হইল সবসময় আখেরাত ও মরণের পরের জীবনের সুখ-শান্তির ফিকির করা। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর দুঃখ-কষ্ট হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আখেরাতের সুখ-শান্তির ছামান বৃদ্ধি করার জন্য মনোযোগী করিয়াছেন। আর এই তসবীহসমূহ আখেরাতে অধিক উপকারী হওয়াটা এই অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে যে, এই সমস্ত তসবীহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যেমন দ্বীনি উপকার ও লাভ রাখিয়াছেন তেমনি দুনিয়াবী ফায়দাও রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা পাক কালেমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কালেমে অনেক জিনিস এমন রহিয়াছে যেইগুলি দ্বারা আখেরাতের ফায়দার সাথে সাথে দুনিয়ারও ফায়দা হাসিল হয়। যেমন এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের যামানায় ফেরেশতাদের খাদ্যই মুমিনদের খাদ্য হইবে। (অর্থাৎ তাসবীহ তাকদীস সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ পড়া)। যেই ব্যক্তি মুখে এই কালেমাগুলি পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার ক্ষুধার কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। এই হাদীস হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে খানাপিনা না করিয়া শুধু আল্লাহর যিকিরের উপর জীবন-যাপন সম্ভব হইতে পারে। দাজ্জালের সময় সাধারণ মুসলমানের এই সৌভাগ্য লাভ হইবে, কাজেই এই জামানায় খাছ মুমিনদের সেই অবস্থা হাসিল হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। এইজন্যই যে সকল বুযুর্গদের সম্পর্কে এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সামান্য খাদ্যের উপর কিংবা একেবারে না খাইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেন। এইগুলিকে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই।

এক হাদীসে আছে, যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তবে বেশী বেশী আল্লাহু আকবার পড়িতে থাক; ইহা আগুনকে নিভাইয়া দেয়।

‘হিসনে হাসীন’ কিতাবে আছে, কোন ব্যক্তি যদি কাজকর্মে ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভব করে কিংবা শক্তি পাইতে চায়, তবে সে যেন শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে। অথবা প্রত্যেকটি ৩৩ বার কিংবা যে কোন দুইটি ৩৩ বার ও একটি ৩৪ বার পড়িয়া নেয়। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু সবগুলিই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

যে সকল হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে খাদেমের পরিবর্তে এই তাসবীহসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন উহার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এই কথা বলিয়াছেন যে,

قَائِمَةً قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
خَمْسَ عَشْرَةَ ثَمَّ تَرَكْتُمْ فَقُولُهَا
أَنْتَ ذَاكَ عَشْرًا ثَمَّ تَرَفَّعْ رَأْسَكَ
مِنَ الرَّكْعَةِ فَقُولُهَا عَشْرًا ثَمَّ
تَهَوَّيْ سَاجِدًا فَقُولُهَا وَأَنْتَ
سَاجِدٌ عَشْرًا ثَمَّ تَرَفَّعْ رَأْسَكَ
مِنَ السُّجُودِ فَقُولُهَا عَشْرًا ثَمَّ
تَسْجُدْ فَقُولُهَا عَشْرًا ثَمَّ تَرَفَّعْ
رَأْسَكَ فَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُ
وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ
ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبِئْسَ كَلِمَةً جُمِعَتْ مَرَّةً
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبِئْسَ شَهْرٌ مَرَّةً فَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَبِئْسَ سَنَةٌ مَرَّةً
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبِئْسَ عُمُرٌ مَرَّةً

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے
سُبْحَانَ اللّٰہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ وَلَا إِلٰہَ إِلَّا اللّٰہ
وَاللّٰہُ اَکْبَرُ پندرہ مرتبہ پڑھو پھر جب
رکوع کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر
جب رکوع سے کھڑے ہو تو دس مرتبہ
پڑھو پھر سجدہ کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو
پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو دس مرتبہ پڑھو پھر
جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو دس مرتبہ
اس میں پڑھو پھر جب دوسرے سجدہ سے
اٹھو تو (دوسری رکعت میں) کھڑے ہونے
سے پہلے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو ان سب
کی میزان پچھتر ہوتی۔ اسی طرح ہر رکعت
میں پچھتر دفعہ ہوگا اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ
ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو یا نہ ہو
سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو
یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ
پڑھ لیا کرو یا یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں
ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لو۔

رواہ البوداد وابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر وروی الترمذی عن ابی رافع نحوہ
کذا فی الشکوۃ قلت واخرجه الحاكم وقال هذا حدیث وصلہ موسیٰ بن عبد العزیز
عن الحكم بن ابان وقد اخرجه البوکری محمّد بن اسحق والبوداد والوعبة الرحمن احمد بن
شبيب فی الصبیح ثوقال بعد ما ذکر توشیق رواته واما ارسال ابراهیم بن الحكم
عن ابیه فلا یؤمن وصلہ الحدیث فان الزیادة من الثقة اولیٰ من الارسال علی ان
امام عصره فی الحدیث اسحق بن ابراهیم الحنفی قد اقام هذا الاسناد عن ابراهیم
بن الحكم وصلہ اھ قال السیوطی فی اللآلیٰ هذا اسناد حسن وما قال الحاكم اخرجه
النسائی فی کتابہ الصبیح لورہ فی شیء من نسخ السنن لا الصغری ولا الکبریٰ

۱) ہضبر ساللہ اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وعلیٰ صحبہ وسلم اکبار آپن چاچا ہضبر
آبکاس (راہی) کے فرمایا، ہ آکاس! ہ آمار چاچا! آمی کی
آپناکے ایک ڈان، ایک ڈی بکشیش دیب؟ ایک ڈی جینیس بلیا دیب؟
آپناکے دس ڈی جینیسے مالیک بانا دیب؟ یکن آپنی ای کاج ڈی
کریبن، تکن آلالہ تالالہ آپنار اڈیٹ و ڈی بکشیٹےر گونالہ،
نڈن و پوران گونالہ، ایڈاکٹ و انیڈاکٹ گونالہ، سگریا و
کبریا گونالہ، پکاشی و آپکاشی گونالہ سب ماف کریا دیبن۔ سہ
کاج ڈی ہیڈ ای ی، چار راکاٹ نفل نامای (سالالہ تالالہ تالالہ
نیڈت بانڈیا) پڈن۔ پرتیک راکاٹے آل-ہامڈ پڈیا سورا
میلانور پر رکھتے یاویار آگے 'سورہانلالہ ویا لہامڈللالہ
ویالہ ایلالہ ایلالہ ویا لالہ آکبار' ۱۵ بار پڈن۔ اتہ پر
یکن رکھ کریبن اڈاٹے ۱۰ بار پڈن۔ اتہ پر یکن رکھ ہیڈے
ڈاڈی ایبن تکن ۱۰ بار پڈن۔ اتہ پر سجدہ کرن ایہ ۱۰ بار
پڈن۔ اتہ پر سجدہ ہیڈے بسیا ۱۰ بار پڈن، یکن ڈیڈی
سجدہ یا ایبن تکن اڈاٹے ۱۰ بار پڈن۔ تارپر یکن ڈیڈی
سجدہ ہیڈے اڈیبن (تکن ڈیڈی راکاٹےر جنی) ڈاڈی ایبار پورے
بسیا ۱۰ بار پڈن۔ اسب میلایا مٹ ۹۵ بار ہیڈ۔ ایڈرپ پرتی
راکاٹے ۹۵ بار ہیڈے۔ یڈی سبب ہیڈے تہے پرتیڈن اکبار ای نامای
پڈیا لہیبن۔ یڈی نا ہیڈے تہے جومار ڈینے اکبار پڈیبن۔ ایہا و
یڈی نا ہیڈے تہے ماسے اکبار پڈیبن۔ ایہا و یڈی نا ہیڈے تہے پرتی
بہسار اکبار پڈیبن۔ ایہا و یڈی نا ہیڈے تہے سارا جیبنے اکبار
ہیڈے و ای نامای ابشای پڈیبن۔ (میشکات : آابو داؤد، تیرمیڈی)

ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا
کل صبح کو انا تم کو ایک بخشش کروں گا ایک
چیز دوں گا ایک عطیہ کروں گا وہ صحابی کہتے
ہیں میں ان الفاظ سے سمجھا کہ کوئی مال،
عطا فرمائیں گے جب میں حاضر ہوا تو فرمایا
کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو چار
رکعت نماز پڑھو اسی طریقہ سے بتایا جو
پہلی حدیث میں گزرا ہے اور یہ بھی فرمایا

۲) وَعَنْ أَبِي الْجَوْدَاءِ عَنْ رَبِيعٍ
كَأَنَّ لَهُ صُحْبَةً يَرُونَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
بُنْ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْرَتِي عِنْدَ
أَحِبُّوكَ وَأُتَيْبُكَ وَأُعْطِيكَ حَتَّى
ظَلَمْتُ أَنَّهُ يُعْطِي عَطِيَّةً قَالَ
إِذَا زَالَ الظَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ فَذَكَرْ نَحْوَهُ وَفِيهِ وَقَالَ

فَإِنَّكَ لَوَكُنْتَ اعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ
ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ قَالَ قُلْتُ
فَإِنْ لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَصِلَهَا بِتِلْكَ
السَّاعَةِ قَالَ صَلَّيْهَا مِنْ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ (رواه البوداد)

کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ
گنہگار ہو گے، تو تمہارے گناہ مُعَاف ہو
جاتیں گے میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت
میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا
کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔

২) এক সাহাবী বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আগামীকাল সকালে আসিও আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, একটি জিনিস দিব, একটি বস্তু দান করিব। সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এই কথার দ্বারা আমি মনে করিলাম, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। আমি পরদিন আসিয়া হাজির হইলে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দুপুরে যখন সূর্য হেলিয়া যায় তখন চার রাকাত নামায পড়িও। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত নিয়মে পড়িতে বলিলেন। আর ইহাও বলিলেন যে, তুমি যদি সারা দুনিয়ার মানুষের চাইতে বেশী গোনাহগার হও তবু তোমার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আমি আরজ করিলাম, যদি ঐ সময়ে পড়িতে না পারি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দিনে অথবা রাতে যে কোন সময় পার পড়িয়া লইও। (আবু দাউদ)

(۳) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
وَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي حَلِيبٍ إِلَى
بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَقَهُ
وَقَبَلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ الْبَشَرُ إِلَّا أَمْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
قَالَ نَعُو يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَصَلَّى
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (فذكر نحوه) اخبره الحاكم
وقال اسناد صحيح
گزارا۔ اس حدیث میں ان چار کلموں کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔

لا غبار عليه وتعبه الذهبي بن احمد بن داود كذبه الدارقطني كذا في النهل وكذا
قال غيره تبعاً للحافظ لكن في النسخة التي بأيدينا من المستدرک وقد صحت
الرواية عن ابن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم علواً ابن عمه جعفر
ثم ذكر الحديث بسنده وقال في آخره هذا السناد صحيح لا غبار عليه وهكذا
قال الذهبي في أول الحديث وآخره ثم لا يذهب عليه ان في هذا الحديث زيادة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ايضا على الكلمات الأربع

৩ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাত ভাই হযরত জাফর (রাযিঃ)কে হাবশায় পাঠাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মদীনায়া ফিরিয়া আসার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিলেন এবং কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব, একটি সুসংবাদ শুনাইব, একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব? হযরত জাফর (রাযিঃ) বলিলেন, অবশ্যই দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, চার রাকাত নামায পড়। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বলিলেন। এই হাদীসে উক্ত চার কালেমার সহিত ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম’ও পড়ার কথা আসিয়াছে। (হাকেম)

﴿۴﴾ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَهْبُ لَكَ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْحُكَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا لَوْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِّنْ قَبْلِي قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ -

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں مجھے سے حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں بخش دوں، ایک عطیہ دوں، ایک جہیز عطا کروں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی (اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں) پھر آپؐ نے چار رکعت نماز سکھائی جو ادھر گزیری اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب التجنات گئے لئے بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کو پڑھو پھر التجنات پڑھنا۔

(فذكر الحديث وفي آخره غير أنك إذا جلست لتشهد قلت ذلك عشرات قبل التشهد الحديث أخرجه الدارقطني في الأفراد والبنعيم في القربان وابن شاهين في الترغيب كذا في تحف السادة شرح الأعياء)

الثَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا يُصَلِّيَ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَقَالَ قَالَ

ابُو وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ يَبْدَأُ فِي الرَّكْعَةِ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي السَّجْدَةِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثَوَقَالَ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ قَالَ
عَبْدُ الْعَزِيزِ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ إِنْ سَمِعْتُمَا يُسَبِّحُ فِي سَجْدَةٍ فِي السُّهُوِ
عَشْرًا ثَوَقَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ تَسْبِيحَةٍ إِمَّا مَخْتَصِرًا قُلْتُ وَهَكَذَا رَوَاهُ
الْحَكَمُ وَقَالَ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ كُلُّهُ ثَوَقَاتٍ ثَبَاتٌ وَلَا يَتَهَمُو عِبْدَ اللَّهِ

إِنْ يَعْلَمُهُ مَا لَوْ يَصُحُّ عَنْهُ سَنَدُهُ إِمَّا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْأَحْيَاءِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ
حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ ثَوَقَالَ يُسَبِّحُ خَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَعَشْرًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَالْبَاقِي
كَمَا سَبَقَ عَشْرًا عَشْرًا وَلَا يَسْتَبِحُ بَعْدَ التَّجَوُّدِ إِلَّا خَيْرٌ وَهَذَا هُوَ الْأَحْسَنُ وَهُوَ
اخْتِيَارُ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِمَّا قَالَ الزَّيْتُونِيُّ فِي الْأَتِّحَافِ وَلَفْظُ الْقَوْتِ هَذِهِ الرَّوَايَةُ

أَحَبُّ الْوُجْهِينَ الْحَى إِمَّا قَالَ الزَّيْتُونِيُّ إِمَّا لَا يَسْتَبِحُ فِي الْجُلُوسَةِ الْأُولَى بَيْنَ الرُّكْعَتَيْنِ
وَلَا فِي جُلُوسَةِ التَّهَنُّدِ شَيْئًا كَمَا فِي الْقَوْتِ قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَعْفَرٍ بِنِ الْبُيْهَقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ ذَكَرَهُ
إِمَّا ثَوَقَالَ الزَّيْتُونِيُّ وَإِمَّا حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَخْرَجَهُ الدَّانِ قَطْنِيُّ مِنْ
وُجْهِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ بِنِ سَعَانَ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا عَنْ مَعَاوِيَةَ وَ
إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِمَا وَقَالَ فِي الْأُخْرَى عَنْ عَوْنِ بَدَلٍ
إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُعْطِيكَ
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَابْنُ سَعَانَ ضَعِيفٌ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ هِيَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا صَاحِبُ
الْقَوْتِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَنْهُ قَالَ فِيهَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَيَكْبُرُ ثَوَقَالَ يَقُولُ ذَكَرَ الْكَلَامَ
وَزَادَ فِيهَا الْحَوَقْلَةَ وَلَوْ يَذْكُرُ هَذِهِ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ عِنْدَ الْقِيَامِ إِنْ يَقُولُهَا
قَالَ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِمَّا قَالَ الْمُنْذَرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ابْنِ الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ وَابْنِ الْعَاصِ فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ بِالصِّفَةِ الَّتِي رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ثَوَقَالَ وَهَذَا يُوَافِقُ
مَارُويَنَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلِيمٍ عَنْ

৪) হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব, একটি জিনিস দান করিব? হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি মনে করিলাম, দুনিয়ার এমন কোন জিনিস তিনি আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন যাহা আর কাহাকেও দেন নাই। (এই কারণেই এই ধরনের শব্দসমূহ বখশিশ উপহার ইত্যাদি বারবার বলিতেছেন) অতঃপর তিনি আমাকে চার রাকাত নামায শিখাইলেন, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এই কথাও বলিয়াছেন যে, যখন আত্মাহিয়াতুর জন্য বস তখন প্রথমে এই তসবীহগুলি পড়িয়া নিবে পরে আত্মাহিয়াতু পড়িবে। (শরহে এহয়া : দারা কুতনী, আবু নুআইম)

৫) قال الترمذی وقد روى

ابن المبارک وغیر واحد من اهل العلم صلوة التسبیح و ذکرها الفصل فیہ حدیثنا احمد بن عبدہ نا ابو وهب سالت عبدہ الله بن المبارک عن الصلوة التي یسبح فیها قال ینکبر ثوی یقول سبحانک اللهم و یسبحک و یتبارک اسمک و تعالی جلالک ولا اله غیرک ثوی یقول خمس عشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثوی یتعوذ ویقرأ بسم الله الرحمن الرحیم و فاتحة الكتاب وسورة ثوی یقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثوی یقول فیقولها عشرًا ثوی رفع رأسه فیقولها عشرًا ثوی یسجد فیقولها عشرًا ثوی یرفع رأسه فیقولها عشرًا ثوی یسجد

حضرت عبداللہ بن مبارک اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمد للہ شریف پڑھنے سے پہلے پندرہ دفعہ ان کلموں کو پڑھے پھر اعتوذ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور پھر کوئی سورت پڑھے، سورت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھے پھر رکوع میں دس مرتبہ پھر رکوع سے اٹھ کر پھر دو نوبت سجدوں میں اور دو نوبت سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر دس دس مرتبہ پڑھے یہ پچھتر پوری ہو گئی (لہذا دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ پھر ان کلموں کو پڑھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی